সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 40
13 - 19 DECEMBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৪০
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১০ জমাদিউস থানি ১৪৪৬হি.

নো-ভিসা ফি এক লাফে ৪৬ থেকে ৭৫ পাউণ্ড

কমিউনিটিতে তীব্র ক্ষোভ

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের পাসপোর্টে নো-ভিসা স্টাম্প প্রদানে ৪৬ পাউন্ড ফি আকস্মিকভাবে বাড়িয়ে ৭০ পাউণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যা ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে বলে জানা গেছে।

এ নিয়ে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রায় ৭ লাখ বাংলাদেশী মনে করেন, এটি প্রবাসীদের সাথে একটি তামাশা ছাড়া আর কিছু নেই। প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা রাখছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আর্থিক সাহায্যে দেশের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় যেখানে নো-ভিসা ফি হ্রাস করে প্রবাসীদের দেশ ভ্রমণে আগ্রহী করার কথা, সেখানে তা একলাফে বাড়িয়ে ৭০ পাউণ্ড করা হয়েছে। তারা মনে করেন, এমনিতেই নতুন প্রজন্মের

বৃটিশ-বাংলাদেশীরা বাংলাদেশ ভ্রমণে অনাগ্রহী। উপরন্তু আকস্মিক এই সিদ্ধান্ত নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীদের দেশবিমুখ করবে। বিশেষ করে বর্তমানে হলিডে টাইমে যখন হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন

> “এটি অন্তবর্তী সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে পতিত স্বৈরাচার সরকারের ভেতরে ঘামটি মেরে থাকা আমলাদের একটি দুরভিসন্ধি। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে - ব্যারিস্টার আতাউর রহমান”

ঠিক সেই মুহূর্তে এই নো-ভিসা ফি বৃদ্ধির খবর প্রবাসীদেরকে দারুণভাবে হতাশ করেছে।

যুক্তরাজ্যে সিলেটী কমিউনিটির সর্ববৃহৎ সংগঠন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান বলেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জ ানাচ্ছি। বাংলাদেশে প্রশাসনের ভেতরে ঘাটিমেরে বসে থাকা পতিত স্বৈরাচার সরকারের দোসররাই অন্তবর্তী সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। নতুন প্রজন্মের বৃটিশ-বাংলাদেশীদেরকে দেশ ও দেশের সম্পদ থেকে বিমুখ করতেই এমন নির্দেশনা জ ারি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যে একেকটি বাংলাদেশী পরিবারে ৬/৭জন ছেলে মেয়ে থাকে। পুরো পরিবার নিয়ে কেউ যখন বাংলাদেশে যাবে, তখন শুধু নো-ভিসার জন্যই তাকে প্রায় ৫০০ পাউণ্ড গুনতে হবে। -- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

৫৪তম মহান বিজয় দিবস

সাপ্তাহিক দেশ পরিবারের পক্ষ থেকে বিজয়ের শুভেচ্ছা

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: আগামী সোমবার, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি ভূখন্ডের জন্ম হয়েছিলো। ২৬ শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তি সংগ্রামে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার পায়। সেই থেকে প্রতিবছর দিবসটি রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় পালিত হয়ে আ সছে। প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার দিবসটি উদযাপনে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবারও রাষ্ট্রিয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

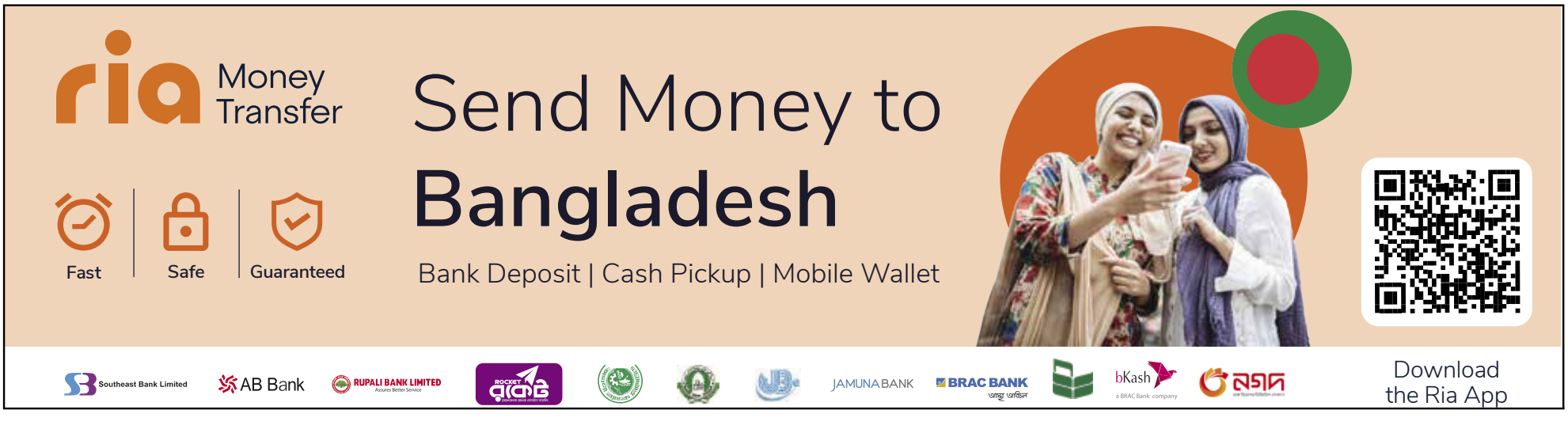

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ‘ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিজ’ প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিজের একটি প্রতিনিধি দল। গত বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ৩০ জনের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দুবাই, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালেশিয়া গ্রিস ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরা ছিলেন।

তারা প্রধান উপদেষ্টার প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দাবির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। লিখিতভাবে তাদের বক্তব্য ও দাবিগুলো প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেশ করেন তারা।

প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রবাসে বসবাসরত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা কীভাবে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ভয়েস ফর বাংলাদেশিজের প্রেসিডেন্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত হোসাইন এম বি ই’র প্রচেষ্ঠা ও যোগাযোগে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. ইউনুসের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ড. হোসাইন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে বাংলাদেশে আসতে না পারায় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহিদুর রহমান। সংগঠনের সভাপতি ড. হাসনাতের লিখিত বক্তব্য ড. ইউনূসের

সামনে পড়ার মাধ্যমে সভা শুরু হয়।

প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনাদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত হলো। সময়ের স্বল্পতায় অনেক কথা বলা হলো না। ছোট করে শুনলাম। লিখিত চিঠি থেকে বিস্তারিত জানব। এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা হবে।

যুক্তরাজ্যসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সম্পর্কে সত্য তথ্য তুলে ধরতে প্রতিনিধিদলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অমর স্মৃতি রাজপথের দেয়াল গ্রাফিতির একটি স্মারক গ্রন্থ তার অটোগ্রাফসহ ড. হাসনাতের জন্য হস্তান্তর করেন।

সভায় আরও ছিলেন সংগঠনের ডিজি ও লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র আ ম অহিদ আহমদ, ডিরেক্টর লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ব্যারিস্টার নজরুল খসরু, ডিরেক্টর মিডিয়া অ্যাফেয়ার্স কে এম আবু তাহের চৌধুরী, ডিরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স শামসুল আলম লিটন, ডিরেক্টর একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স আবদুল কাদির সালেহ, ডিরেক্টর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স আ বদুল লতিফ জেপি, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শরাফত হোসেন বাবু, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. হোমায়ের চৌধুরী, ব্যারিস্টার নজির আহমদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মাহবুব আলম শাহ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ব্যারিস্টার আফজাল জামি, ডা. সারওয়াত বারী, নিউরো কনসালট্যান্ট ডা. আহসান মহম্মদ হাফিজ, আইটি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার জিয়া উদ্দিন, মাওলানা এ কে মওদুদ হাসান, মিসেস দিলরুবা আজিজ, গুলাম আরহাম, ইকরাম, মোঃ রাকিব হোসাইনসহ অনেকে।

তাঁরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জুডিশিয়ারি, প্রবাসীদের সমস্যা ও দাবি, স্থানীয় সরকার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইনভেস্টমেন্ট, এনার্জি সেক্টর ও পানি ব্যবস্থাপনাসহ মোট ১২টি বিষয় তুলে ধরেন এবং তাদের রিসার্চ প্রপোজাল ও রিকমেন্ডেশনের হান্ডাউট প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে শেখ হাসিনার ভাষণ ও নিষেধাজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

ছবি: হাসিনা -২

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আসলে বক্তব্য প্রচার বন্ধ করা যায় না। তারা বলেন, আগে তারেক জিয়ার বেলাতেও এমন নিষেধাজ্ঞার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে।

আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে বাংলাদেশের কোনো সংবাদমাধ্যম তা প্রচার করেনি। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক ও ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশের অনেকেই তা দেখেছেন।

গত রোববার (৮ ডিসেম্বর)-এর ওই সমাবেশে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও নেতাদেরও দেখা গেছে। তাদের মধ্যে অনেকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও আছে।

এদিকে মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ওই নিষেধাজ্ঞা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আসলে বক্তব্য প্রচার বন্ধ করা যায় না। তারা বলেন, আগে তারেক জিয়ার বেলাতেও এমন নিষেধাজ্ঞার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে। তারা মনে করেন, এমন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হয়ত বাংলাদেশি মিডিয়ায় শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার বন্ধ রাখা যাবে, কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও দেশের বাইরের সংবাদমাধ্যমে তা ঠিকই প্রচারিত হবে। বরং নিষেধাজ্ঞার কারণে তার বক্তব্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাবে বলেও মনে করেন তারা।

শেখ হাসিনার সরকারের সময় লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই নিষেধাজ্ঞাও তখন তেমন কাজে আসেনি বলে মনে

করেন তারা।

গত রোববার ভারত থেকে যুক্ত হয়ে লন্ডনের ভার্চুয়াল সমাবেশে শেখ হাসিনা প্রায় ৩৮ মিনিট বক্তব্য দেন। তিনি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।

সমাবেশের ফুটেজে দেখা গেছে, দর্শক সারিতে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুর রহমান, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আ নোয়ারকেও দেখা গেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের বাইরে এই প্রথম তাদের প্রকাশ্যে দেখা গেল। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে।

শেখ হাসিনার বক্তব্য বিদ্বেষমূলক না হলে প্রচারে বাধা নেই:

প্রসিকিউশনের আবেদনে মানবতা বিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ ৫ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার ’বিদ্বেষমূলক বক্তব্য’ প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দেয়। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত তার ওই ধরনের বক্তব্য সরিয়ে ফেলারও নির্দেশ দেয়া হয়।

ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী গাজী এম এইচ তামিম বলেন, যেসব হেট স্পিচ এখনো বিদ্যমান আছে, সেগুলো যেন অতি দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয় এবং ভবিষ্যতে যেন তার কোনো ধরনের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার বা প্রকাশ করা না হয়, সে আদেশ দিয়েছেন আদালত। ফেসবুক, ইউটিউব, এক্সসহ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে ট্রাইব্যুনালের আদেশটি পৌঁছানো হবে। তবে শেখ হাসিনার বক্তব্য যদি বিদ্বেষমূলক না হয়, তা প্রচারে কোনো বাধা নেই। সম্প্রতি তার যেসব অডিও রেকর্ড বের হয়েছে তা বিদ্বেষমূলক, বলেন তিনি।

আইনে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের কোনো সংজ্ঞা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা আমাদের আবেদনে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য চিহ্নিত করতে সংবিধানের আর্টিকেল ৩৯, ইন্ট্যারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) এবং রাবাত প্রিন্সিপলের রেফারেন্স দিয়েছি। সংবিধান আমাদের যে বাকস্বাধীনতা দিয়েছে, তা শর্তসাপেক্ষ এর বাইরে সাধারণ নাগরিক নয়, যারা পাবলিক ফিগার এবং যাদের বক্তব্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাদের বক্তব্যের ব্যাপারে নীতিমালা আছে আইসিসিপিআর এবং রাবাত প্রিন্সিপলে। আর ট্রাইব্যুনাল আইনে স্বাক্ষী বা বাদীর জন্য ভয়-ভীতির কারণ হয়, এমন কোনো বক্তব্য প্রচারে বাধা আছে, বলেন তিনি।

আদালত শেখ হাসিনার এই সময়ের কোনো বক্তব্যের তালিকা দেয়নি, তবে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে তালিকা দেয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন,”আদালতের এই নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের জন্য নয়।

তবে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, ট্রাইব্যুনাল যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সেই এখতিয়ার তাদের নাই। এটা সংবিধানের মৌলিক অধিকার বাকস্বাধীনতার বিষয়। এ ব্যাপারে হাইকোর্ট আদেশ দিতে পারেন। তারেক রহমানের ব্যাপারে হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। আর তারেক রহমান ছিলেন কনভিক্টেড, শেখ হাসিনার কোনো দণ্ড এখনো হয়নি। তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রচার বন্ধ করা গেছে। কিন্তু আর্ন্তজাতিক সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্ধ করা যায়নি। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও তাই হবে। আসলে এটা রাজনৈতিক আদেশ। তারেক রহমানকে দেওয়া হয়েছিলো তাই শেখ হাসিনাকেও দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এরশাদকে খুনি বলে স্লোগান দেয়া হয়েছে। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার চামড়া তুলে নেয়ারও রাজনৈতিক স্লোগান হয়েছে। তাতে তো কোনো মামলা হয়নি। প্রচার বন্ধ করা হয়নি।

এখন যদি কেউ প্রধান উপদেষ্টার চামড়া তুলে নেয়ার স্লোগান দেয়-এটাও তো রাজ নৈতিক বক্তব্য একই প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার মাহবুব শফিক বলেন, কোনটা বিদ্বেষমূলক তা আমাদের আইন বা সংবিধানে বলা নাই। কারুর পছন্দ না হলে হেট স্পিচ আর পছন্দ হলে হেট স্পিচ হবে না- এটা তো হতে পারে না। যেকেনো মানুষের কথা বলার আইনগত অধিকার আছে। সংবিধান বাকস্বাধীনতা দিয়েছে। আসামি হলেও তিনি কথা বলতে পারবেন। আর শেখ হাসিনা তো কোনো মামলায় এখনো দণ্ডপ্রাপ্ত নন।

সূত্র : ডয়চে ভেলে

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

বার্মিংহামে ঝড়ে গাছচাপায় বাংলাদেশির করুণ মৃত্যু

মেয়েকে কর্মস্থল থেকে আনা হলোনা কাহের হোসেনের

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : বার্মিংহামে ঘূর্ণিঝড়ে গাছচাপায় কাহের হোসেন শাহিন নামের এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে মেয়েকে কর্মস্থল থেকে আনতে যাওয়ার পথে গাড়ির উপরে গাছ পড়লে মারা যান তিনি। গত শনিবার (৭ ডিসেম্বর) বার্মিংহামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তাঁর গাড়ি -- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম এখন মুহাম্মদ

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : ২০২৩ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ছেলেশিশুর নাম রাখার ক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম ছিল মুহাম্মদ। গত বছর ৪ হাজার ৬০০-রও বেশি শিশুর নাম রাখা হয়েছে মুহাম্মদ। -- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশারের পলায়ন

দীর্ঘ ৫৩ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর : বিদ্রোহীদের তড়িৎগতির আক্রমণের মুখে দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন ঘটেছে। আসাদের পতনের পরপরই দেশজুড়ে উল্লাসে মেতে উঠেছেন লাখ লাখ সিরীয় নাগরিক। তাদের মধ্যে অনেকে দামেস্কের কেন্দ্রে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আসাদের বিলাসবহুল বাসভবনে ঢুকে লুটপাট চালিয়েছেন। এর আগে সিরিয়ার জনতা বিভিন্ন স্থানে বাশার আল আসাদের পিতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হাফিজ আল আসাদের ভাস্কর্য ভাংচুর করে উল্লাস প্রকাশ করে। বাশার আল আসাদ ২০০০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ২৪ বছর এবং তার পিতা হাফিজ আল আসাদ ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল

পর্যন্ত ক্ষমতার মসনদে ছিলেন।

৮ ডিসেম্বর রোববার সকালে বিদ্রোহীদের রাজধানী দামেস্ক দখলের মধ্য দিয়ে বাপ-পুত্রের দীর্ঘ ৫৩ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। এই সময়ে কমপক্ষে ৭ লাখ মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে। বাস্তুহারা হয়েছে কমপক্ষে ৭০ লাখ মানুষ এএফপির জানিয়েছে, রোববার বিদ্রোহীদের হাতে দামেস্কের পতনের পরপরই প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিলাসবহুল বাড়িতে লুটপাট করেছেন কয়েক -- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

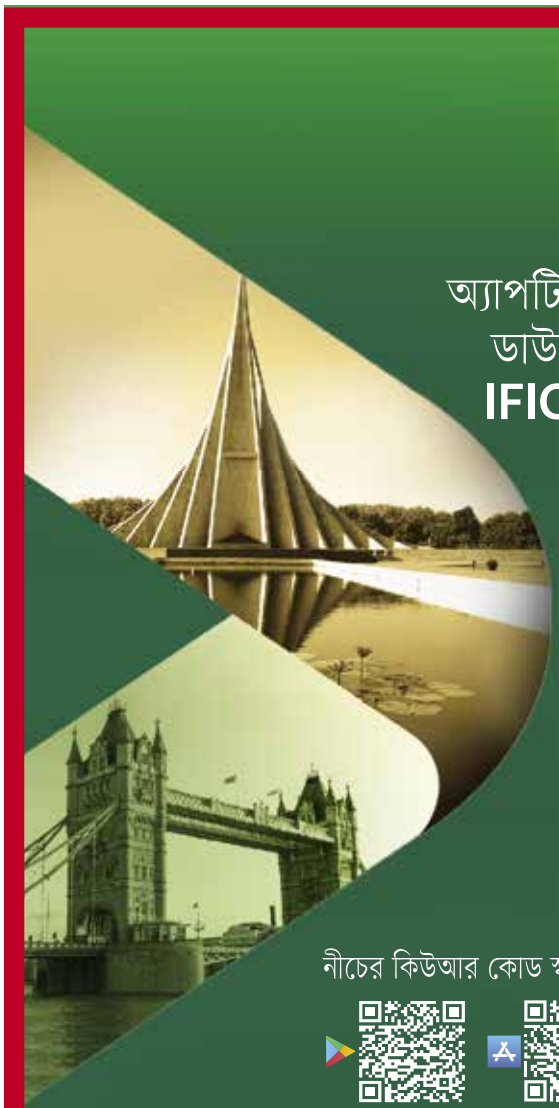

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

ফেব্রুয়ারির মধ্যেই দেশে ফিরতে পারেন তারেক রহমান

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে কবে দেশে ফিরছেন তা নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে।

বিশেষ করে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়ার পর বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীসহ সাধারণ জনগণের মধ্যে এ নিয়ে জানার আগ্রহ বেড়েছে। এদিকে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'লিডার আসছে', এ ধরনের প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন। আসলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঠিক কবে ফিরবেন, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত কোনো দিনক্ষণ পাওয়া যায়নি।

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে যে পাঁচটি মামলায় সাজা হয়, তার মধ্যে একটিতে তিনি খালাস পেয়েছেন। বাকি চারটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। দ্রুততম সময়ে এসব মামলায় খালাস পেলে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ তিনি দেশে ফিরতে পারেন বলে বিএনপিতে আলোচনা রয়েছে।

তবে দলটির অভ্যন্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দেশে ফেরার তারিখ এখনো সুনির্দিষ্ট হয়নি। তার দেশে ফেরার ইস্যুটির একদিকে যেমন আইনি দিক রয়েছে, অন্যদিকে এটি রাজনৈতিক বিষয় বলেও মনে করছেন কেউ কেউ। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কখন বিদেশে যেতে পারেন ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান কখন দেশে ফিরতে পারেন-এ ব্যাপারে লন্ডন সফররত দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশে ফিরলে

কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে বলেও অনেকে ধারণা করছেন।

বৃহস্পতিবার দেশে ফেরার কথা রয়েছে বিএনপির মহাসচিবের। তবে তারেক রহমানের দেশে ফেরার পথ প্রশস্ত হচ্ছে জানিয়ে তার আইনজীবীরা বলছেন, সাজা হওয়া চারটি মামলাসহ ৩৯টির মতো মামলা আইনি প্রক্রিয়ায় নিষপত্তি অপেক্ষায় রয়েছে।

এ বিষয়ে শনিবার লন্ডনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, দল যখন মনে করবে তখন তারেক রহমান দেশে ফিরবেন। এছাড়া উনার (তারেক রহমান) আরও কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে, সেগুলো শেষ করে দেশে যাবেন।

জানতে চাইলে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালিক যুগান্তরকে বলেন, 'ম্যাডাম খালেদা জিয়ার লন্ডনে আসার কথা রয়েছে। ম্যাডামকে তো প্রথম রিসিভ করতে হবে। তার চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতিও নিশ্চয়ই একটা আছে। ম্যাডামকে রিসিভ না করে আমার মনে হয় না কোনো কিছু হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করছি, উনি (তারেক রহমান) হয়তো ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) জন্য অপেক্ষা করছেন।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তারেক রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ, মানহানি, নাশকতা, গ্রেনেড হামলা ও দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকাসহ দেশব্যাপী ৮০-৮২টির মতো মামলা করা হয়। ওয়ান-ইলেভেনের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এসব মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ১৭টি মামলা হয়। তারেক রহমানের মামলাগুলোর মধ্যে ৬২টির মতো মানহানির মামলা বলে জানান তার আইনজীবীরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় আইনবিষয়ক সম্পাদক ও তারেক রহমানের আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল যুগান্তরকে বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে ৮০ থেকে ৮২টি মামলা করা হয়েছিল। ৫টি মামলায় তার দণ্ড হয়েছে। এর মধ্যে একটিতে খালাস পেয়েছেন। বাকি চারটি আদালতে বিচারাধীন আছে, এখন পর্যন্ত নিষপত্তি হয়নি।

তিনি জানান, ৫ আগস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত তারেক রহমানের মোট ৩৯টি মামলা বাতিল বা খারিজ কিংবা খালাস পেয়েছেন। এর মধ্যে একটি মামলায় তিনি খালাস পেয়েছেন। আর বাকি ৩৮টির মধ্যে কোনো কোনো মামলা বাতিল হয়েছে, আবার কোনোটি খারিজ হয়েছে। ৩৫টির মতো মামলা আছে পেন্ডিং, এগুলো সব মানহানি মামলা।

বিএনপি নেতারা জানান, তারেক রহমান দলকে যেমন সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করেছেন, তেমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ রেখেছেন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনেই ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার দেশে ফেরা খুবই কাঙ্ক্ষিত এবং নেতাকর্মীরা সেদিকেই চেয়ে আছে।

জানা গেছে, তারেক রহমানের মামলাগুলো বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তিনি খালাস পাচ্ছেন। বাকি মামলাগুলো যাতে দ্রুত নিষপত্তি হয়, সে ব্যাপারে আইনজীবীরা তৎপর রয়েছেন।

বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, তারেক রহমান দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বাইরে আছেন। এ ক্ষেত্রে তার দেশে ফেরার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান কী, দলের পক্ষ থেকে সেটা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালী দেশগুলোর মনোভাবও জানার চেষ্টা করবে বিএনপি।

বিএনপির নেতারা বলছেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারেক রহমানের দেশে ফেরার ক্ষেত্রে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের ক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারেক রহমানের ইতিবাচক ও পরিবর্তনের রাজনীতি জাতির সামনে নতুনভাবে আশার সঞ্চার করছে। মানুষের মন জয় করতে নিচ্ছেন একের পর এক যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। তার (তারেক রহমান) দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ও রাষ্ট্র নিয়ে ভাবনা দেশের জনগণও গ্রহণ করেছে। তিনিই আগামীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক।

ক্ষমতাচ্যুত আ'লীগের ১৫ বছরে জনপ্রশাসনে বঞ্চিত

সাবেক ৭৬৪ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে জনপ্রশাসনে বঞ্চিত দাবি করে যেসব অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে ৭৬৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়ার সুপারিশ করেছে এ-সংক্রান্ত কমিটি। উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে অবসরে যাওয়া এসব কর্মকর্তাকে 'ভূতাপেক্ষ' পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসনে পদোন্নতিবঞ্চিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আবেদন পর্যালোচনা কমিটি গতকাল মঙ্গলবার তাদের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে জমা দিয়েছে। কমিটির প্রধান জাকির আহমেদ খান অন্য সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় এই প্রতিবেদন জমা দেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৬ সেপ্টেম্বরসাবেক অর্থসচিব এবং বিশ্বব্যাংকে বাংলাদেশের সাবেক বিকল্প নির্বাহী পরিচালক জাকির আহমেদ খানকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল। প্রসঙ্গত, এত বিপুলসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিকট অতীতে এভাবে পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়নি।

আওয়ামী লীগ আমলে ২০০৯ সাল থেকে গত ৪ আগস্ট পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি চাকরিতে নানাভাবে বঞ্চনার শিকার এবং এই সময়ের মধ্যে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদের আবেদন পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিকে শুধু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছিল। নির্ধারিত ৯০ দিনের আগেই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে কমিটি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, মোট ১ হাজার ৫৪০টি আবেদন জমা পড়েছিল। এর মধ্যে মারা যাওয়া ১৯ জন কর্মকর্তার পক্ষে আবেদন করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা।

সূত্রমতে, কমিটি যাঁদের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেছে, তাঁদের মধ্যে সচিব পদে ১১৯ জন, গ্রেড-১ (সচিবের সমান বেতন গ্রেড) পদে ৪১ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ৫২৮, যুগ্ম সচিব পদে ৭২ এবং উপসচিব পদে ৪ জন কর্মকর্তা। যেহেতু তাঁরা অবসরে গেছেন, সে জন্য তাঁদের ভূতাপেক্ষভাবে পদোন্নতি দেওয়া যেতে পারে বলে সুপারিশ করেছে কমিটি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা ৭৬৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে কমিটি ৯ জনকে ৪ ধাপ, ৩৪ জনকে ৩ ধাপ, ১২৬ জনকে ২ ধাপ এবং ৫৯৫ জনকে এক ধাপ পদোন্নতি দিতে বলা হয়েছে। তাঁদের চাকরিতে ফেরানো হবে, নাকি শুধু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে সরকারের পক্ষে এখনো সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, সুপারিশ করা কর্মকর্তাদের ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দিয়ে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হলে সরকারের ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা লাগতে পারে। পূর্বের বা অতীতের কোনো তারিখ থেকে কোনো বিষয় কার্যকর করা হলে তাকে ভূতাপেক্ষ বলা হয়।

আবেদন করা ৭৬৩ জন কর্মকর্তাকে কমিটি পদোন্নতির সুপারিশ করেনি। কেন পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়নি, তার সুনির্দিষ্ট কারণও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জনপ্রশাসনের বঞ্চিত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিচ্ছে সরকার। ১৮ আগস্ট একসঙ্গে ২০১ জনকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তারও আগে ১৩ আগস্ট উপসচিব পদে পদোন্নতি পান 'বঞ্চিত' ১১৭ কর্মকর্তা। যুগ্ম সচিব ও উপসচিবের পাশাপাশি ২৫ আগস্ট অতিরিক্ত সচিব পদে ১৩১ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া অবসরে যাওয়া বেশ কিছু কর্মকর্তাকে চুক্তি ভিত্তিতে সচিবসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোখলেস উর রহমান জানিয়েছেন, জনপ্রশাসনে উপসচিব থেকে যুগ্ম সচিব এবং যুগ্ম সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পদে আবারও পদোন্নতি দেওয়া হবে। আর 'বঞ্চিত' কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের চাকরির বয়স শেষ পর্যায়ে, তাঁদের গ্রেড-১ দেওয়া হবে।

এদিকে গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, প্রশাসনের রদবদল একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। সরকার যেখানে প্রয়োজন মনে করছে কাউকে পদোন্নতি, বদলি বা নতুন করে পদায়ন করছে। কারও বিরুদ্ধে যদি আগের সরকারের দোসর হিসেবে কাজ করা বা সুবিধাভোগী হওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ থাকে, তাহলে সেটাও বিবেচনা করা হয়।

অন্য ক্যাডাররা হতাশ

বিসিএসের অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, পদ-পদোন্নতিতে প্রশাসন, পুলিশসহ হাতে গোনা কয়েকটি ক্যাডার এগিয়ে থাকে। এ জন্য ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হলে জনপ্রশাসনে বৈষম্য নিরসনের দাবিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২৫টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা মাঠে নামেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হলেও তাঁদের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তথ্য ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা বলেন, হাতে গোনা কয়েকটি ক্যাডার ছাড়া অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদ-পদোন্নতির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। বঞ্চিতদের বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ মিয়া বলেন, সব ক্যাডারেরই পদোন্নতিবঞ্চিত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বঞ্চিত কর্মকর্তাদের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে।

বাদ যাচ্ছে সাড়ে ১২ বছরের কম বয়সী ২১১১ মুক্তিযোদ্ধার নাম

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় ১২ বছর ছয় মাসের চেয়ে কম বয়সী মুক্তিযোদ্ধা আছেন দুই হাজার ১১১ জন। তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম।

বুধবার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা এ কথা জানান।

তিনি বলেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স মন্ত্রণালয় থেকে ১২ বছর ৬ মাস নির্ধারণ করা আছে। এর চেয়ে কম বয়সী আছেন ২ হাজার ১১১ জন। তারা তালিকা থেকে বাদ যাবেন।"

অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও তালিকাভুক্ত হয়েছেন এবং সব সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, তারা যদি স্বেচ্ছায় চলে যান তাহলে সাধারণ ক্ষমা পেতে পারেন। অন্যথায় তাদের অভিযুক্ত করা হবে।

আদালত নির্ণয়ের পর এদের সাজার ব্যবস্থা করা হবে।

মন্ত্রণালয় থেকে ভাতাপ্রাপ্ত মোট বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১ লাখ ৯৬ হাজার ৪৫৪ জন জানিয়ে তিনি বলেন, এর মধ্যে বীরাঙ্গনা ৪৬৪ জন। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ৫ হাজার ৮৯৫ জন, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ৫ হাজার ৩৩৩ জন এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৬৮ জন। সব মিলিয়ে মোট ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২ লাখ ৮ হাজার ৫০ জন।

এক প্রশ্নের জবাবে ফারুক ই আজম বলেন, রাজাকারের তালিকার কোনও ফাইল পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়েও এ নথি নেই।

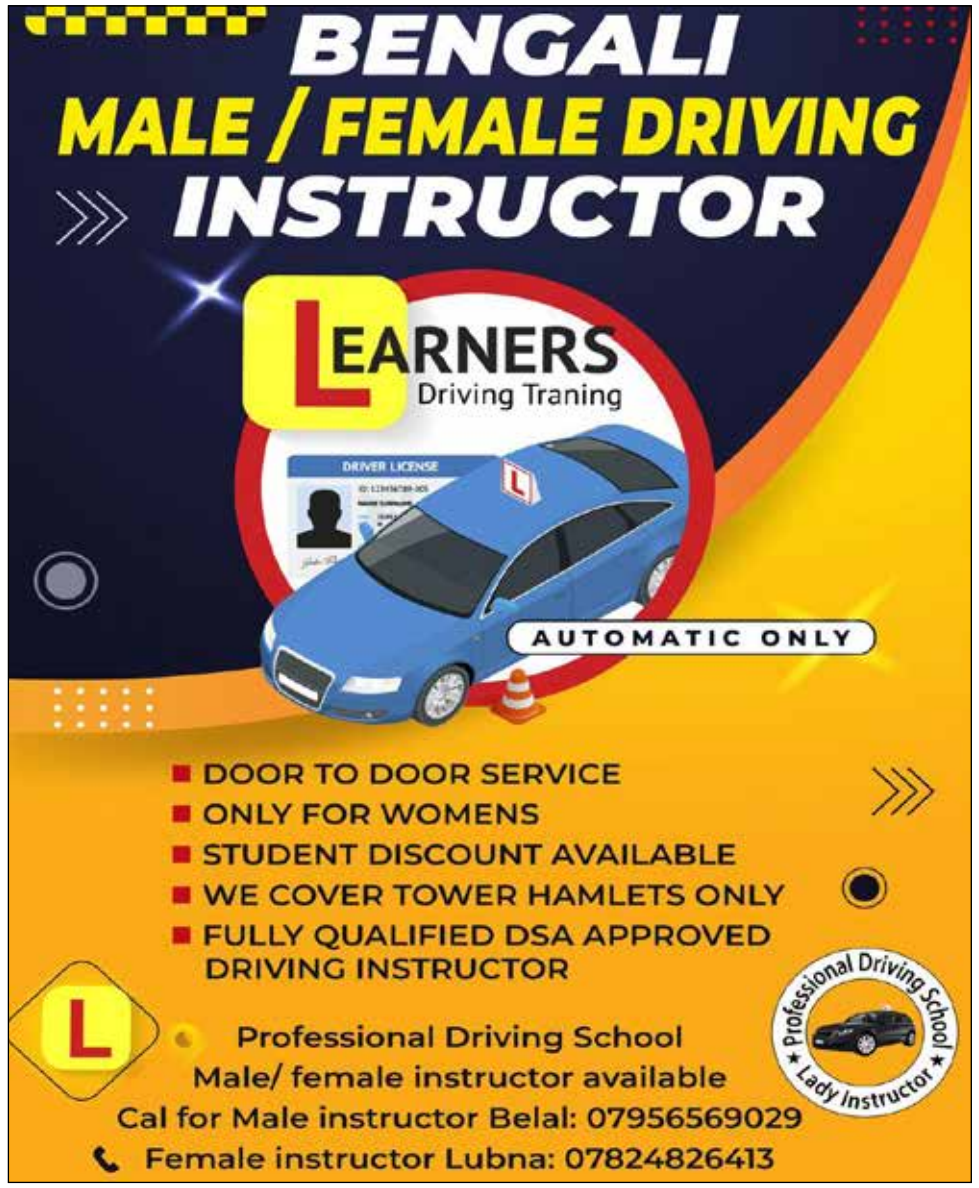

বিদেশে পাসপোর্টের জন্য হাহাকার

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : দুনিয়ার দেশে দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্টের জন্য হাহাকার চলছে। বিশেষ করে শ্রমিক অধ্যুষিত দেশগুলোতে এই সংকট প্রকট। ইতালি, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাসপোর্টের মেয়াদ না থাকায় ভিসা নবায়ন বন্ধ, দেশে জরুরি কাজে ভ্রমণে আসতে না পারাসহ নানামুখী জটিলতায় দিনাতিপাত করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ।

মালয়েশিয়ায় এমআরপি পাসপোর্ট সেবা বন্ধ করায় রেমিট্যান্স শাটডাউনের ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছেন প্রবাসীরা। তারা তাদের ভোগান্তির বার্তা পাঠাচ্ছেন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। স্বৈরশাসনের নিষ্ঠুর হয়রানি আর স্ব স্ব দেশের কঠোর বিধি নিষেধের ঝুঁকি সত্ত্বেও জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে নিঃশর্তভাবে সাপোর্ট দেয়া প্রবাসীদের বিষয়ে আগাগোড়ায় সংবেদনশীল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু কারিগরি কারণে তাদের পাসপোর্ট সমস্যার চটজলদি সমাধান অসম্ভব। একদিকে প্রবাসীদের কান্না অন্যদিকে তাদের প্রতি দায় থেকে নড়েচড়ে বসেছে সরকার। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংকটটির একটি অন্তর্বর্তী সমাধান বের করতে গতকাল জরুরি বৈঠক বসেছিলেন পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৩ উপদেষ্টা। সঙ্গে ছিলেন- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের ৯ কর্মকর্তা। সেগুনবাগিচায় অনুষ্ঠিত ওয়ে-আউট খোঁজার ওই জরুরি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফট্যানেন্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আসিফ নজরুলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাসপোর্ট অধিদপ্তর জরুরি ভিত্তিতে সাড়ে ৩ লাখ পাসপোর্ট বুক সংগ্রহের কথা জানিয়েছে। সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, প্যাডিং ১ লাখ ৯০ হাজার পাসপোর্টের একটি বড় অংশ ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্য বিদেশের বাংলাদেশ মিশনগুলোতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। বাকিটা আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছানো হবে বলে জানানো হয়।

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা ৩ উপদেষ্টাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন, ই-পাসপোর্টের পাশাপাশি মেশিন-রিডেবল পাসপোর্ট সেবা চালু রাখতে এমআরপি বই এবং লেমিনেশন ফয়েল আমদানিতে নতুন দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বৃটেনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এইচআইডি সিআইডি লিমিটেড থেকে এমআরপি বই এবং লেমিনেশন ফয়েল আমদানি করা হচ্ছে। আগেও এই প্রতিষ্ঠান থেকে একই জিনিস আমদানি করেছিল সরকার। এ দফায় সর্বমোট ১৫ লাখ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) বই এবং ১৫ লাখ লেমিনেশন ফয়েল আমদানি করা যাচ্ছে। বৈঠকে জানানো হয়, বিদেশে বাংলাদেশের ৮০টি মিশন রয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টি মিশনে ই-পাসপোর্ট চালু আছে। বাকি ৩৫টি মিশনে ই-পাসপোর্ট চালু করা হবে পর্যায়ক্রমে। ই-পাসপোর্ট চালু না হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন চাহিদা পূরণে ২০২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এমআরপি চালু থাকবে। নতুন বুক সরবরাহ না হওয়া পর্যন্ত সংকট থাকবে বলে আশঙ্কা করা হয়। স্মরণ করা যায়, ১৫ লাখ এমআরপি বই এবং ২০ লাখ লেমিনেশন ফয়েল আমদানির জন্য বিগত সরকারের আমলে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র ডাকা হয়। কিন্তু তখন সরকার যে গুণের ও মানের এমআরপি বই ও ফয়েল চেয়েছিল, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের দেয়া স্পেসিফিকেশন তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকায় সেই দরপত্র কার্যক্রম বাতিল করা হয়। সংকটটা এ কারণে ঘনীভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আবেদনের ৬ মাসেও পাসপোর্ট পাচ্ছেন না মালয়েশিয়ান প্রবাসীরা: ঢাকা রিপোর্ট পেয়েছে, আবেদনের ৬ মাসেও পাসপোর্ট না পেয়ে ক্ষোভ বাড়ছে মালয়েশিয়ায় থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে। দেশটির বাংলাদেশ মিশনে দীর্ঘদিন ধরে এমআরপি পাসপোর্ট সেবা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তারা। পাসপোর্ট না থাকায় অবৈধ হয়ে পড়েছেন অনেকে। করতে পারছেন না ওয়ার্ক ভিসা নবায়ন। পাসপোর্টের জন্য কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রতিদিন ভিড় করছেন শত শত প্রবাসী।

বর্তমানে মালয়েশিয়ায় এমআরপি পাসপোর্ট নবায়নের জন্য ২০ হাজারের বেশি প্রবাসী আবেদন করে রেখেছেন। অবশ্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর জানিয়েছে, এমআরপি আবেদন প্রিন্টিংয়ে অপেক্ষমাণ থাকা আবেদনকারীরা ফি জমা দিয়ে আবেদন করলে দ্রুত ই-পাসপোর্ট দেয়া হবে। অন্যদিকে কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশ হাইকমিশন ক'দিন আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এমআরপির বুকলেট, লেমিনেশন ফয়েল পেপার ঘাটতি ও এমআরপির প্রিন্টিং মেশিনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট প্রিন্ট হতে দেরি হচ্ছে। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন হাজারো প্রবাসী। পাসপোর্ট না থাকায় কেউ কেউ এরই মধ্যে অবৈধ হয়ে পড়েছেন, অনেকে রয়েছেন অবৈধ হওয়ার ঝুঁকিতে। এমন অবস্থায় নতুন করে ই-পাসপোর্ট নিতে প্রতিদিনই আবেদন করছেন অনেকে। হাইকমিশন নিজে থেকে অন্তর্বর্তীকালীন একটি সমাধানও বের করেছে। বলা হয়েছে, এমআরপির জন্য যারা আগে আবেদন করেছেন তাদের সেই ব্যাংক স্লিপ কপির সঙ্গে অতিরিক্ত ৫১ রিঙ্গিত জমা দিলে এমআরপির জন্য অপেক্ষায় না রেখে ই-পাসপোর্ট দিয়ে দেয়া হবে।

চিন্ময় দাসের আগাম জামিন শুনানির আবেদন নাকচ

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন শুনানির অনুমতি চেয়ে করা আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (১১ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাইফুল ইসলাম শুনানি শেষে এ আবেদন খারিজ করে দেন।

জানা যায়, রবীন্দ্র ঘোষ নামে এক আইনজীবী ঢাকা থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের পক্ষে আসার খবরে চট্টগ্রাম আদালত চত্বরে বুধবার সকাল থেকে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। আদালত প্রাঙ্গণ ও আশেপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন বলেন, 'ঢাকা থেকে আসা ওই আইনজীবী চিন্ময়ের মামলার নথি উপস্থাপন, জামিন শুনানির ধার্য তারিখ এগিয়ে আনা এবং আসামি কিংবা ফাইলিং আইনজীবীর সম্মতি ছাড়াই আবেদনগুলো শুনানির জন্য আদালতের অনুমতি চেয়ে মোট তিনটি আবেদন করেন। যেহেতু ওই আইনজীবীর ওকালতনামা ছিল না, তাই আদালত 'নট মেইনটেইনেবল' বলে ওই আইনজীবীর তিন আবেদনই খারিজ করে দেন।'

তিনি বলেন, 'ঢাকা থেকে এলেও সংশ্লিষ্ট আদালতে কোনো আবেদন করার জন্য প্রথমত যার পক্ষে আবেদন করবেন তার সম্মতি, ফাইলিং আইনজীবীর সম্মতি কিংবা সংশ্লিষ্ট বারের একজন আইনজীবীর ওকালতনামা দিতে হয়। কিন্তু ঢাকা থেকে আসা ওই আইনজীবী এর কোনোটিই করেননি।'

গত ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় ২৫ নভেম্বর চট্টগ্রামে ফেরার পথে শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি টিম। পর দিন তাকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। ওই দিন তাকে কোতোয়ালি থানায় দায়ের হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে পুলিশ। তার পক্ষে আদালতে জামিন আবেদন করা হলেও আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করেন।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

ইইউ দূতদের প্রধান উপদেষ্টা

ভিসা সেন্টার দিল্লি থেকে ঢাকা বা অন্যদেশে স্থানান্তর করেন

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সেন্টার দিল্লি থেকে সরিয়ে ঢাকায় অথবা প্রতিবেশী অন্য কোনো দেশে স্থানান্তরের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকদের অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার দুপুর ১২টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ অনুরোধ জানান তিনি। আড়াই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে কূটনীতিকদের ১৯ সদস্যের প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্বে ছিলেন- বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) হেড অব ডেলিগেশন মাইকেল মিলার। বৈঠকে অংশ নেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ভারত বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সীমিত করায় অনেক শিক্ষার্থী দিল্লি গিয়ে ইউরোপের ভিসা নিতে পারছেন না। ফলে তাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশের শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। ভিসা অফিস ঢাকা অথবা প্রতিবেশী কোনো দেশে স্থানান্তর হলে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয়ই উপকৃত হবে। তিনি বলেন, ডিসেম্বরে গোটা মাসজুড়ে আমরা বিজয় উদযাপন করি। বিজয়ের মাসে আপনাদের সঙ্গে এমন একটি ইন্টার‍্যাক্টিভ আলোচনায় অংশ নিতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। বাংলাদেশে জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তিনি। এ সময় তিনি গত ১৬ বছর ধরে অত্যাচার, শোষণ, বলপূর্বক গুম, মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি অর্থনৈতিক শ্বেতপত্রের বিষয় উল্লেখ করে দুর্নীতি, অর্থপাচার এবং ব্যাংকিং সিস্টেমকে কীভাবে বিপর্যস্ত করা হয়েছিল সেসব কথা জানান।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে সহিংসতায় ৮৮ মামলা, গ্রেপ্তার ৭০

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : গত ৫ আগস্ট থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে সহিংসতার ঘটনায় ৮৮টি মামলায় ৭০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এর পরের ঘটনাগুলোর বিষয়েও মামলা হয়েছে। সেই তালিকাও করছে পুলিশ। এ কারণে মামলা ও গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরও বাড়বে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব বলেন, সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে কিছু সহিংসতা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তারা বলছে, এসব ঘটনায় মোট ৭০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। মামলা হয়েছে ৮৮টি। এটি অক্টোবর পর্যন্ত। এর পরের যে মামলা, সেগুলোরও তালিকা হচ্ছে।

সংখ্যালঘুকে লক্ষ্য করে কোনো সহিংসতার ঘটনার বিষয়ে নিয়মিত জানানো হবে বলে উল্লেখ করেন প্রেস সচিব। তিনি বলেন, হালনাগাদ তথ্যের ওপর একটি বিস্তারিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরও বাড়বে। মামলার সংখ্যাও দু-একটি বাড়তে পারে। সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকার তুরাগ ও নরসিংদীর কথা উল্লেখ করে প্রেস সচিব বলেন, প্রতিটির তথ্য সাংবাদিকদের দেওয়া হবে। তাঁরা আশা করছেন এ-সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত দিতে পারবেন।

২২ অক্টোবর পর্যন্ত হওয়া মামলা ও গ্রেপ্তারের বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মামলা হয়েছে ৬২টি। এসব মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৫ জন। আর পূজামণ্ডপ ও উপাসনালয়কেন্দ্রিক সহিংসতায় পুলিশের কাছে সরাসরি অভিযোগে মামলা হয়েছে ২৬টি। গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৫ জন।

প্রেস সচিব বলেন, বাংলাদেশে যারা এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে।

গ্রেপ্তার ৭০ জনের রাজনৈতিক পরিচয় আছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, 'যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, তাকেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এগুলো সংখ্যালঘু সহিংসতা-সংক্রান্ত মামলা হলেও অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তিনি হয়তো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ছিলেন, তখন ক্ষমতাসীন দলের সদস্য ছিলেন, তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। এটাকে কীভাবে নেবেন?... কিন্তু সহিংসতা হয়েছে, অপরাধ হয়েছে। এগুলোকে গুরুত্বসহকারে নেওয়া হচ্ছে।'

বাজার প্রসঙ্গ

বাজার সিন্ডিকেট বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, 'সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, এটা অনেক ক্ষেত্রে সরলীকরণ হয়ে গেল।' সরকারের সর্বোচ্চ চেষ্টা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরো বিশ্ববাজারে নজর রাখা হচ্ছে। সয়াবিন ও পাম তেলের ক্ষেত্রে অক্টোবর-নভেম্বর থেকে বাজার ঊর্ধ্বমুখী। ৯২০-৯৪০ ডলারের টনপ্রতি তেল এখন অনেক ক্ষেত্রে ১ হাজার ২০০ ডলার হয়ে গেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সয়াবিনের বাজার তিন-চারটি কোম্পানি মূলত নিয়ন্ত্রণ করে। বাজার যেহেতু ঊর্ধ্বমুখী, সেভাবে সমন্বয় করা হয়। ভোক্তাদের কথা চিন্তা করে করা হয়, তাঁরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন। মৌসুমি পণ্যের মূল্য কমেছে বলে উল্লেখ করেন প্রেস সচিব।

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরিকল্পনা

আগামী বছর রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বড় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, সম্মেলনের স্থান ও অন্যান্য বিষয় মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে ঠিক করা হবে। তাঁরা আশা করছেন, এই সম্মেলন আগামী বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে হবে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীনসহ বিশ্বের যতগুলো দেশ আছে, সবাই এতে অংশ নেবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

২০টির মতো দেশে রাষ্ট্রদূত পরিবর্তন হচ্ছে

এক প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন মিশনে পরিবর্তনের সুপারিশ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এসেছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, সেসব সুপারিশ সরকার সক্রিয় বিবেচনায় রেখেছে। ডিসেম্বর মাসে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত পিএলআরে (অবসর-উত্তর ছুটি) যাবেন। তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আরও ২০টির মতো দেশে রাষ্ট্রদূত পরিবর্তন হচ্ছে।

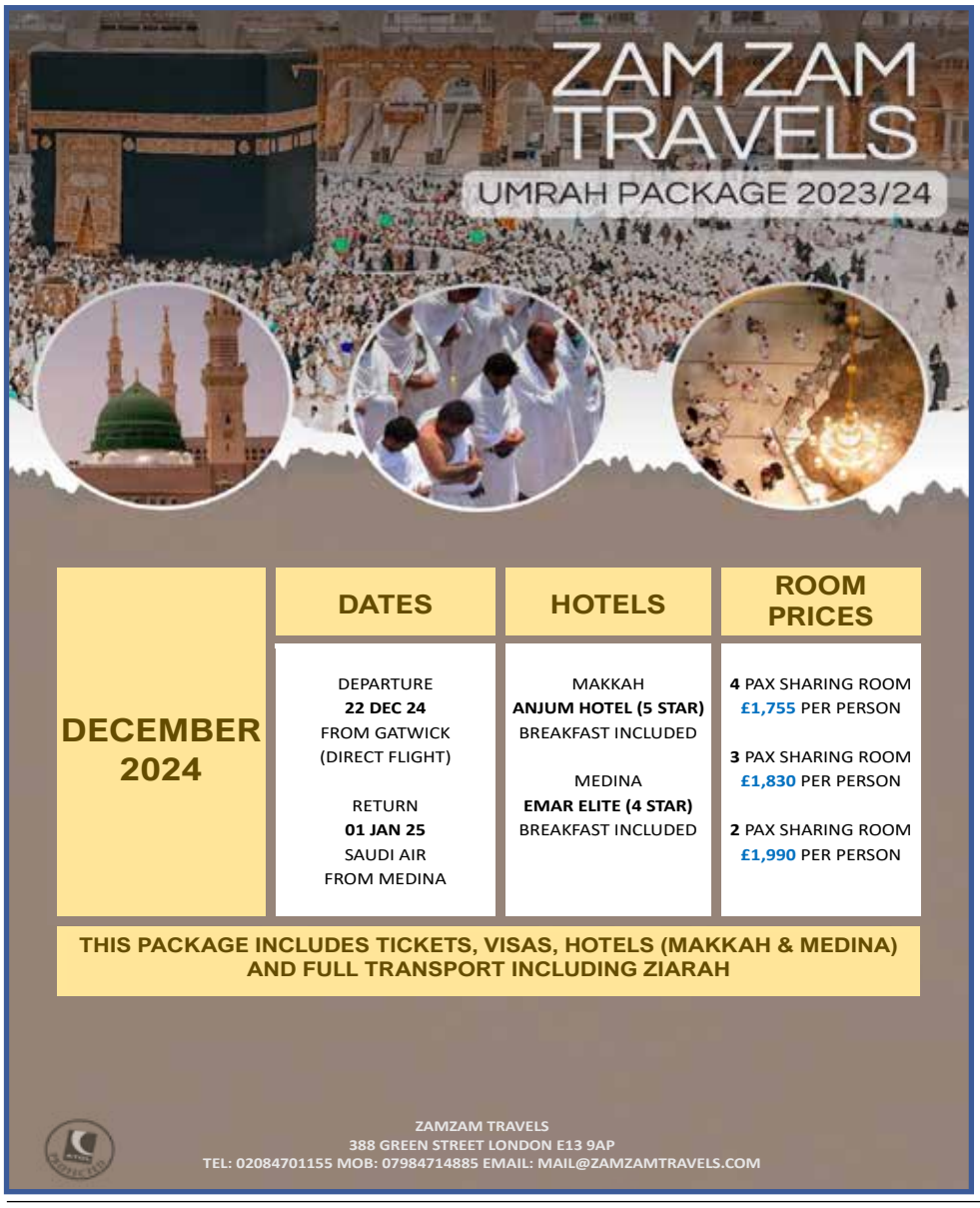

বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি জাপানের

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের চলমান সংস্কার কার্যক্রমে সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপানি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে তাদের অবস্থান অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি।

বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎকালে জাপানি রাষ্ট্রদূত একথা বলেন।

রাষ্ট্রদূত কিমিনোরি অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, জাপান সরকার শান্তি ও স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক- এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করবে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমরা এই তিনটি স্তম্ভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচনি ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রমে টোকিওর 'দৃঢ় সমর্থনের' কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ইউনূস উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখায় জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের প্রশংসা করে বলেন, 'এই সম্পর্ক সবসময় খুব শক্তিশালী ছিল।'

সরকার বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশে আরও জাপানি বিনিয়োগের আহ্বান জানান। বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগকারীদের উপস্থিতি আমাদের জন্য ইতিবাচক বার্তা দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জাপানি রাষ্ট্রদূত বলেন, 'জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ থেকে জাপানি কোনো কোম্পানি চলে যায়নি। তারা এখানে থাকতে আগ্রহী।'

তিনি নিক্কেইয়ের বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, ওই সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনূস জাপানের শীর্ষ কোম্পানিগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানাতে পারবেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টার পদক্ষেপের প্রশংসা করে জাপানি রাষ্ট্রদূত বলেন, টোকিও এই বৈঠককে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

অধ্যাপক ইউনূস মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের গ্যারান্টিযুক্ত একটি নিরাপদ এলাকা তৈরির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন, যেখানে সংঘাত শেষ হওয়ার পর বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে তাদের বাড়িতে ফেরার পূর্বে সাময়িকভাবে পুনর্বাসিত করা যেতে পারে।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক ও সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় মুদ্রা রুপির বিক্রি তলানিতে

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর : দেশের খোলাবাজারে ডলারের বিক্রি স্বাভাবিক থাকলেও ভারতীয় রুপির কোনো ক্রেতাই খুঁজে পাচ্ছে না রাজধানীর এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো। সপ্তাহের ব্যবধানে টাকার বিপরীতে ৪-৫ পয়সা কমেছে রুপির মান। পাশাপাশি বিক্রিও তলানিতে নেমেছে।

মতিঝিল, পলটন, বায়তুল মোকাররম এলাকায় ডলার বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ই আগস্ট দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। পরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দূতাবাস থেকে বেশকিছু কর্মী দেশে ফিরিয়ে নেয় ভারত। পাশাপাশি ভিসা কার্যক্রমও বন্ধ ঘোষণা করে দেশটি। পরে স্বল্প পরিসরে মেডিকেল ও স্টুডেন্টসহ জরুরি ভিত্তিতে ভিসা দেয়া শুরু করে ভারতীয় হাইকমিশন। তবে ভ্রমণসহ বেশকিছু ভিসা কার্যক্রম বন্ধই থেকে গেছে।

এদিকে সমপ্রতি ইসকন নেতা চিন্ময় দাশের গ্রেপ্তার ইস্যুতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন ভুয়া খবর প্রচার করে দাবি করা হয় বাংলাদেশে সনাতনীদের নির্যাতন করা হচ্ছে। একই বিষয়ে ভারতের শাসক দল বিজেপি'র নেতারা বাংলাদেশিদের কটাক্ষ বিভিন্ন বক্তব্য দিতে থাকে। এ ছাড়া গত ৩রা ডিসেম্বর ত্রিপুরায় বাংলাদেশি উপ-দূতাবাসে হামলা চালায় উগ্রবাদী হিন্দুরা। এর ফলে মিশনটির কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশ বিরোধী এমন অবস্থানের পর যাদের বৈধ ভারতীয় ভিসা আছে তারাও দেশটিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন।

সাধারণত বাংলাদেশিরা ভারতীয় রুপি নিয়ে যান মেডিকেল ও ভ্রমণ বাবদ খরচের জন্য। কিন্তু গত এক মাসে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজমান থাকায় রুপির বিক্রি অনেকটা কমে গেছে। এ ছাড়া স্বাভাবিক ভিসা কার্যক্রম বন্ধ ও ভারতমুখী যাত্রী কমে যাওয়ায় ঢাকায় কমেছে রুপির মান। ভারতীয় রুপি বিক্রির জন্য এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো দাম চাচ্ছে প্রতি রুপি ১ টাকা ৪০ পয়সা থেকে ১ টাকা ৪৪ পয়সা পর্যন্ত, যা আগের সপ্তাহে দাম ছিল ১ টাকা ৪৮ পয়সা থেকে ১ টাকা ৫০ পয়সা।

মেক্সিকো এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তা রুবেল জানান, আগে দিনপ্রতি ১-২ লাখ রুপি বিক্রি হতো। কিন্তু এখন ১৫ দিনেও তা বিক্রি হচ্ছে না। বাজারে রুপির ক্রেতা নেই বললেই চলে, যা কিছু মানুষ আসছেন তারা নিজেদের কাছে থাকা রুপি বিক্রির জন্য।

খোলাবাজারের ডলার বিক্রেতা খলিল বলেন, ভারতীয় রুপির বিক্রি মোটেই নেই। দুই দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বিক্রি কমে গেছে। দেশি টাকায় রুপিপ্রতি দাম কমেছে ৪-৫ পয়সা। তিনি বলেন, আগে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৮০ হাজার টাকার ভারতীয় রুপি বিক্রি হতো। এখন এক রুপিও বিক্রি হয়নি। এছাড়া রুপির দামও কমে যাচ্ছে।

আরেক ডলার বিক্রেতা হোসেন মিয়া জানান, ভারত সরকার বাংলাদেশিদের মেডিকেল ভিসা বন্ধের পর রুপির বিক্রি অনেকটা কমে গেছে। আগে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৬ লাখ টাকার রুপি বিক্রি হতো। গত এক সপ্তাহে ৫০ হাজার টাকারও বিক্রি হয়নি।

তিনি আরও বলেন, মূলত ট্যুরিস্টরা ভারত থেকে আসার সময় রুপি নিয়ে আসতেন, সেগুলো আমরা কিনে রাখতাম। আবার বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে যাবেন, তাদের কাছে বিক্রি করতাম। এখন ভারত থেকে ট্যুরিস্ট আসা যেমন কমে গেছে, তেমন দেশ থেকেও কোনো ট্যুরিস্টই যাচ্ছেন না। ফলে আমাদের কাছে রুপির মজুত কমেছে, পাশাপাশি বিক্রিও ঠেকেছে তলানিতে। বাজারে রুপির ক্রেতা খুব কম হওয়ায় রুপির দামও কমে যাচ্ছে।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Money Transfer
Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Bangladesh Office, Sylhet.
House No: 36, Road No 13
Block B, Shahjalal Uposhor
Tel: 0088 029 9770 0392
Mob: 0088 01313 088877

Open:
Saturday-Thursday
Friday Telephone service only

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ভারতীয় প্রোপাগাণ্ডায় কান না দিয়ে সবাই ভাতৃত্ব বজায় রাখুন: রিজভী

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : ভারতীয় প্রোপাগাণ্ডা ও আগ্রাসনে কান না দিয়ে সব ধর্মের প্রতি সম্মান রেখে ভাতৃত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার সকালে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত 'দেশীয় পণ্য কিনে হও ধন্য' স্লোগানে প্রচারণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

রিজভী বলেন, পতিত সরকার ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য ও চুক্তি করে জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই পানি ছেড়ে নোয়াখালী, ফেনী ও কুমিল্লায় ভয়াবহ বন্যায় মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। তিস্তার পানি জনগণের জন্য না রেখে ভারতের কাছে দিয়ে নতজানু সম্পর্ক বজায় রেখেছিল হাসিনা।

ভারতীয় প্রোপাগাণ্ডা ও আগ্রাসনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন রিজভী।এ ছাড়া দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে জনগণকে আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন- ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী।

আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোজ্জাদ্দেদ আলী বাবু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইশা খান, যুবদল নেতা মোকাররম হোসেন সাজ্জাদ, আতিকুল ইসলাম মানিক প্রমুখ।

বিজয় দিবস উপলক্ষে যেসব কর্মসূচি পালন করবে সরকার

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস-২০২৪ উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার।

বুধবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, ১৬ ডিসেম্বর প্রত্যুষে ঢাকায় ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

দিনটি সরকারি ছুটির দিন। সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনা আলোকসজ্জায় সজ্জিত হবে। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপ জাতীয় পতাকায় সজ্জিত হবে। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা পৃথক বাণী দেবেন।

এছাড়াও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন, রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করবে।

এছাড়াও দেশের সব জেলা ও উপজেলায় দিনব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ বিজয়মেলা (চারু, কারু ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের) আয়োজন করা হবে। শিশুদের জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুরূপ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

বঙ্গভবনে অপরা□ বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এছাড়াও মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এ উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দেশের শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও উপাসনার আয়োজন করা হবে। এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রম, হাসপাতাল, জেলখানা, সরকারি শিশুসদনসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হবে। দেশের সব শিশুপার্ক ও জাদুঘর বিনা টিকিটে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে এবং সিনেমা হলে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

WORK PERMIT CLOUD
WorkPermitCloud Ltd.
A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you
- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services
- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us
+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বাশারের পতন স্বৈরতন্ত্রের বিদায় অভিনন্দনযোগ্য

আরব পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ দেশ ছেড়ে পালিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। এর ফলে বাশারের দুই যুগের শাসনামলের অবসান ঘটল। বাশার আল আ সাদের বাবা হাফিজ আল আসাদও ছিলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট। ১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত আ মৃত্য যিনি ক্ষমতায় ছিলেন। বাশার আল আসাদের পতনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আরব পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী বাথ পার্টির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হওয়ার হুমকির মধ্যে পড়ল। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সিরিয়া-রাশিয়ার জোটের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রসমর্থিত 'অদৃশ্য জোটের' জয়জয়কার ঘোষিত হলো। ইসরায়েল আরব দেশগুলোর মধ্যে সিরিয়াকে তাদের জন্য সবচেয়ে হুমকি হিসেবে ভাবত। বাশারের পতনের ফলে প্রকারান্তরে ইরানের জন্যও সৃষ্টি হলো নতুন বিপদ। ইসরায়েল ইতোমধ্যে সিরিয়ার গোলান মালভূমিতে নিজেদের দখল কায়েমের অভিলাষ ব্যক্ত করেছে। একসময় বাথ পার্টি ছিল আরব বিশ্বের সবচেয়ে সংগঠিত দল। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট মরহুম হাফিজ আল আসাদ ছিলেন বাথ পার্টির শক্তিমান নেতা। আরব ঐক্যের প্রবক্তাও ছিলেন তাঁরা। বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে ইরাকে বিদ্রোহ গড়ে তোলে আল-কায়েদাপন্থি একটি সংগঠন। যাদের অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ। আরব রাজতন্ত্রগুলোর সমর্থনও ছিল বিদ্রোহীদের দিকে। বাশারকে জব্দ করতে যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদাপন্থিদের সমর্থন জানালেও তাদের জয়কে কীভাবে নেবে তা স্পষ্ট নয়। ইসরায়েলও সিরিয়ার ক্ষমতা দখলকারী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। যা মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখবে কি না, বড় মাপের প্রশ্ন। কারণ বিদ্রোহীরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কাছ থেকে এতকাল সুবিধা ভোগ করলেও সিরিয়ার জনগণের অনুভূতিতে আ ঘাত দিয়ে নতজানু ভূমিকা পালন করবে- তা ভাবাও কঠিন। সিরিয়ার স্বৈরাচারের পতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেবে বলে যারা ভাবছেন, তারা আ হাম্মকের স্বর্গেই বসবাস করছেন। কারণ বিদ্রোহী নামে কথিত বিদেশি ভাড়াটেদের সঙ্গে সিরিয়ার পতিত কর্তৃত্ববাদী শাসকদের কোনো গুণগত পার্থক্য ছিল না। গণতন্ত্রের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার, তা যে সিরিয়ার নয়া শাসকদের নেই, তা স্পষ্ট। স্বৈরতন্ত্রের বিদায় অভিনন্দনযোগ্য হলেও জ নগণের অর্জন কতটুকু, তা দেখার বিষয়।

৫ আগস্টে কি মোদির পরাজয় ঘটেছে?

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

বাংলাদেশে ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সাথে সাথে ভারতের মোদি সরকার ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে! তাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাগে, দুঃখে, অভিমানে মুষড়ে পড়েছেন। তার এই ক্ষোভের কারণে ভারত সরকারকে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সত্যিকারার্থে ভারতের আচার-আচরণে মনে হচ্ছে- বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতনের সাথে সাথে এদেশে ভারতেরও পরাজয় ঘটেছে! বাংলাদেশের পতিত সরকারের স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের পটভূমিতে জীবন রক্ষার জন্য পালিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ভারত তাকে সাদরে গ্রহণ করে অঘোষিতভাবে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। অভ্যুত্থানের পরপরই ব্যাপক বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচার চালাতে থাকে। ভারত তাদের ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, গণমাধ্যম এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে বিস্তর মিথ্যাচার চালাতে থাকে। অতীতের ফুটেজ, বানানো কাল্পনিক ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ন্যারেটিভ প্রচার করতে থাকে। গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশ কয়েক দিন সরকারবিহীন থাকায় কিছু অরাজকতা হয়েছে; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আওয়ামী নেতাকর্মী ও সুবিধাভোগীদের ওপর হামলা হয়েছে। তখন আওয়ামী ঘরানার কিছু হিন্দু সদস্যরাও আক্রান্ত হয়েছিল। এটিকে ভারত মূলধন করার চেষ্টা করেছে। যদিও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং সংস্থা ভারতীয় অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। অথচ সারা দেশে মুসলমানরা হিন্দুদের মন্দির ও বাড়িঘর পাহারা দেয়াকে ভারত দেখতে পায়নি।

অভ্যুত্থানটি সংঘটিত হয়েছিল 'লেইট মুনসুন' বা বর্ষার শেষ দিকে। সেই সময়টায় এই অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যায় আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন ভরত বাংলাদেশকে সতর্কবার্তা না দিয়েই তাদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেটে দেয়। ফলে আমাদের ফেনী ও নোয়াখালী জেলায় এক রাতের মধ্যে বন্যার পানিতে সব ভেসে যায়। আমাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ হয়। ভারত আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার এবং প্রতিবেশীসুলভ সহমর্মিতা পায়ে দলে আমাদের অজ্ঞাতে বাঁধ কেটে দিয়েছিল।

এরপর দেশের হিন্দুদের রাজপথে নামানো হয়। পর্যবেক্ষকদের মতে ভারতের ক্রীড়নক হিসেবে হিন্দুদের ব্যানারে পতিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নির্যাতনের প্রতিবাদে মাঠে নামে। অভ্যুত্থানের পর হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের মানুষ আওয়ামী লীগ হিসেবে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের শিকার হলেও শুধু হিন্দুদের নির্যাতনের বিচার চাওয়া হয়। তবে আশ্চার্যের বিষয় হলো- গত ১৬ বছরে সংখ্যালঘুরা আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপরিসীম নির্যাতনের শিকার হলেও বর্তমানের মুখচেনা হিন্দু নেতাদের এসব দাবি নিয়ে মাঠে নামাতে দেখা যায়নি! কাজেই বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারতের হিন্দুত্ববাদ-নির্ভর মোদি সরকার সুস্পষ্টভাবে 'সংখ্যালঘু কার্ড' চেলে আমাদের দেশকে চাপে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরই মধ্যে মোদি ভারতের পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় বলেছেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষার জন্য ভারতের ১০০ কোটি হিন্দু উদগ্রীব হয়ে আছে! অথচ ভারতে প্রতিনিয়তই মসজিদ ভাঙা, মসজিদের নিচে মূর্তি খুঁজে পাওয়া, মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া, হিজাব নিষিদ্ধ করা, গরুর গোশত খাওয়ার জন্য মুসলমানকে হত্যা করা, বুলডোজার দিয়ে মুসলমানদের বাড়িঘর মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া- ইত্যাদি মুসলমান নির্যাতনের ঘটনা সগৌরবে ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু 'ইসকন' নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে সুস্পষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় গ্রেফতার করায় ভারত বিবৃতি দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এটি আ মাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল।

হাসিনার পতনে হতাশাগ্রস্ত নরেন্দ্র মোদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে টেলিফোনে কথা বলে বাংলাদেশে চরম হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন, যদিও বাইডেন তার এই অভিযোগ আমলে নেননি। এদিকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প তার সাম্প্রতিক নির্বাচনপূর্বক বক্তব্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে মোদির কথাই পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বিশ্লেষকদের ধারণা, মোদির প্ররোচনা বা মোদিকে তুষ্ট করার জন্য এবং হিন্দু আমেরিকানদের ভোট পাওয়ার লক্ষ্যেই ট্রাম্প এই মন্তব্য করেছিলেন।

শুধু মোদিই নন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি বলেছেন, বাংলাদেশীদের উলটো করে টাঙিয়ে বিচার করবেন! অর্থাৎ হাসিনার পতনে তিনি এতই ক্ষুব্ধ যে, জনসমক্ষে এই ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশীদের শাস্তি দেয়ার জন্য ভারত বর্তমানে ভিসা দেয়া বন্ধ রেখেছে। এতে আ মাদের দেশের কিছু রোগীর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে ভারতের স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন মার্কেট, হাসপাতাল, হোটেল ও ব্যবসায়ীরা। ভারতের ভিসা না পেয়ে বাংলাদেশী রোগী ও পর্যটকরা এশিয়ার অন্যান্য দেশে ভ্রমণে যাচ্ছেন। ভারতের এ আচরণ যেন নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গের মতো!

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে বাংলাদেশে পরাজিত হলো : বাংলাদেশে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। গত ১৬ বছর তারা যেভাবে বাংলাদেশের এক ব্যক্তি বা এক দলের সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছিল তা যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। তারা আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বদেরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে চেয়েছিল। হত্যা, গুম, জেল, মামলা, ফাঁসি ইত্যাদির মাধ্যমে হাসিনা সরকার রাজনৈতিক নেতাদেরকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। কিন্তু হাসিনার পতনের পর ভারত সমর্থিত সেই আওয়ামী জুলুম-নির্যাতন বুমেরাং হয়েছে। গত ১৫-১৬ বছরের ভারতীয় কূটনীতিও বিফলে গেছে। তারা চীন এবং আমেরিকা থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চেয়েছিল। কিছুটা সফলও হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতের সেই কূটনৈতিক চর্চা ৬ আগস্টই মিলিয়ে গিয়েছে। তাদের কূটনীতি ছিল কেবল হাসিনাকেই সন্তুষ্ট রাখা। বিপরীতে ১৭ কোটি বাংলাদেশীর মনে জন্মেছে ভারতের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ।

বাংলাদেশে ভারতের আরো একটি মহাবিপর্যয় ঘটে গেছে। এর ফিজি ক্যাল বা দৃষ্টিগ্রাহ্য দলিল ও প্রমাণ নেই। তবে সচেতন মহলের কাছে অনুধাবনীয় এই বিপর্যয়। জনশ্রুতি ও অনুভূতি রয়েছে যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (জঅড) এ দেশের বিভিন্ন সংস্থার শিরায় শিরায় রক্তের মতো প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল হাসিনার সহায়তায়। এমনকি অভ্যুত্থানের পরপরই বিভিন্ন সন্দেহজনক ভিডিও চিত্রেও দেখা গিয়েছিল বেশ কিছু অস্ত্রধারী পোশাকি লোক উড়োজাহাজে আ রোহণ করছে। জনমনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল- এরা ভিনদেশী অস্ত্রধারী লোক আমাদের বিভিন্ন সংস্থার সাথে মিশে কাজ করছিল। তবে 'র' ভারত কিংবা শেখ হাসিনাকে এই অভ্যুত্থানের বিষয়ে কোনো সতর্কবার্তা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। সম্ভবত 'র'-এর ইতিহাসে এই ব্যর্থতা ছিল সবচেয়ে বিপর্যয়কর! কারণ, এই গণ-অভ্যুত্থান সফল হওয়ায় বাংলাদেশে ভারতের সাজানো বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের পাকা ধানে মই পড়েছে!

ভারতের ব্যর্থতার কারণ : বাংলাদেশে মোদি এবং হাসিনার পরাজয় একই সূত্রে গাঁথা। দীর্ঘদিন যাবৎ ভারত ও হাসিনা পরস্পরের পরিপূরক ছিল। ভারত হাসিনাকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করেছে আর হাসিনা দু'হাত ভরে যা যা স্বার্থ ছিল ভারতের সবই দিয়েছেন প্রাণ খুলে। তিস্তার পানির অভাবে তিস্তাপাড়ের কয়েক কোটি বাংলাদেশী মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। ২০১০ সালে ভারত তিস্তা চুক্তির সব আশা দিলেও শেষ মুহূর্তে ঠুনকো অজুহাতে চুক্তিপ্রক্রিয়া থেকে সরে যায়। অন্যদিকে ফারাক্কা চুক্তি করেও পানি না পাওয়া, ফেনী নদীর পানি ভারতকে দেয়া, ভারতের আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্প ইত্যাদি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভারতের প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়ার সব কারণই বিরাজমান ছিল। এর সাথে যোগ হয়েছে পরপর তিনটি নির্বাচনে সরাসরি ভারতের সহযোগিতায় ভুয়া নির্বাচনে হাসিনার ক্ষমতা নেয়া। এতে গত তিন নির্বাচনে নতুন ভোটার হওয়া কোটি তরুণ ভোট দিতে পারেনি। কাজেই তরুণদের হৃদয়েই সবচেয়ে বেশি ঘৃণার সঞ্চার হচ্ছিল মোদি ও হাসিনার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে আসে ভারতের দুর্নীতিবাজ বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী আদানির সাথে মারাত্মক অসম চুক্তি সম্পাদন। হাসিনার দাসখত দেয়া এই বিদ্যুৎ চুক্তি সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বাংলাদেশের স্বার্থের লাশের কফিনে সর্বশেষ প্যরেক ঠুকা হয় গত নভেম্বরে হাসিনা বেশ কিছু দেশবিরোধী সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শেষ কৌশলগত স্বার্থ এবং নিরাপত্তাকে পদদলিত করা হয়। রেল করিডোরের নামে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে অবাধ যাতায়াতের সর্বপ্রকার সুযোগ দেয়া হয়। মোংলা বন্দরকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়। এটি গোটা জাতি মেনে নিতে পারেনি।

বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান : ভারতের এ ধরনের একতরফা নোংরা আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে পালটা কৌশল নিতে হবে। গত ১৬ বছর আমরা শুধু ভারতমুখীই ছিলাম। ভারতকে তুষ্ট করতে গিয়ে হাসিনা অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছে। বর্তমান বাস্তবতায় আমাদেরকে পাকিস্তান ও চীনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। পাকিস্তান ও চীনের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক আমাদেরকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। সেই সাথে ভারতের মোড়লিপনা থেকে আ মরা মুক্তি পাবো। আমাদের বর্তমান ভারত-নির্ভরতা কমাতে পারলেই আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে আমাদের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আমরা মাথা উঁচু করে ভারতের সাথে ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হবো।

চুক্তি পুনর্বিবেচনা : এ যাবৎ ভারতের সাথে করা অসম চুক্তিগুলোর বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। সেগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে; এমনকি সংশোধন করতে না পারলে চুক্তিগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সামরিক সহযোগিতা : ভারতের সাথে ইতোমধ্যে বেশ কিছু সামরিক বিষয়ে 'সমঝোতা স্মারক' সম্পন্ন করা হয়েছে। এর সবগুলোই পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। সামরিক অস্ত্র-সরঞ্জামাদি, সামরিক যান ও এয়ারক্র্যাফট ইত্যাদি ক্রয় বা ভারত থেকে সংগ্রহের সব 'এমওইউ' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভারতীয় অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি কোনোক্রমেই বৈশ্বিক মানের নয়। তদুপরি যে দেশটি তিন দিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে এবং আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চায় তাদের প্রস্তুতকৃত অস্ত্র কিছুতেই আমাদেরকে কৌশলগত সুবিধা দিতে পারবে না। যতদূর জানা যায়, গত ১৫ বছরে ভারতের প্রভাবে আমাদের রণকৌশল প্রশিক্ষণের ধারণা ও শিক্ষাকে সমন্বয় করা হয়েছিল। সেই সব পরিবর্তন সরিয়ে আমাদের রণকৌশল পাঠদানকে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে।

গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় : প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এসবের আড়ালে ভারতের 'র'-এর যাবতীয় তৎপরতা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। কাজেই দীর্ঘ ১৫ বছরে এ দেশে গড়ে উঠা বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট, এজেন্সি ও অপারেটরদেরকে চিহ্নিত করে নিষ্ক্রিয় করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সাথে যে সমস্ত দেশীয় পত্র-পত্রিকা আমাদের দেশে ভারতের স্বার্থে তৎপর রয়েছে সেগুলোকে দেশের জন্য কাজ করতে বাধ্য করতে হবে।

তিক্ত ইস্যুর সমাধান : ভারতকে কিশোরী ফেলানী হত্যার বিচার করতে হবে। সীমান্তে নিয়মিতভাবে 'বিএসএফ' কর্তৃক বাংলাদেশী হত্যা বন্ধ করতে হবে। এ জন্য দ্বিপক্ষীয় সমাধান না হলে জাতিসঙ্ঘে যেতে হবে। আর যথাশিগগিরই সম্ভব তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এই চুক্তিতে ভারত অস্বীকার করলে চীনকে দিয়ে তিস্তা ব্যারাজ নির্মাণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

সত্যিকারার্থে আঞ্চলিক 'হেজিমনি' কায়েম করতে গিয়ে শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও মালদ্বীপে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ হয়েছে। শুধু হাসিনার মাধ্যমে বাংলাদেশে তারা আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন হাসিনার পতনে তাই ভারত নিজেদেরকে পরাজিত মনে করছে। কিন্তু আমরা ভারতকে প্রতিবেশী বন্ধু হিসেবেই বিবেচনা করি। তবে সেই বন্ধুত্ব হতে হবে পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা, ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ।

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক

টাওয়ার হ্যামলেটসে চালু হলো সাঁতার শেখার স্কুল ‘বি ওয়েল, সুইম ওয়েল’

টাওয়ার হ্যামলেটসের মাইল এন্ড পার্ক লেজার সেন্টারে কাউন্সিলের লেজার সার্ভিসেস ‘বি ওয়েল’ ৪ ডিসেম্বর তাদের নতুন সাঁতার শিখন স্কুল ‘বি ওয়েল সুইম ওয়েল’ চালু করেছে। এই সুইম স্কুলের লক্ষ্য হল বাসিন্দাদের সাঁতারের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী ও নিরাপদ করে তোলা।

সুইম ইংল্যান্ডের লার্ন টু সুইম ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে ‘বি ওয়েল সুইম ওয়েল’। এই ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে ইংল্যান্ডের জাতীয় সাঁতার প্রশিক্ষণ কাঠামো।

এতে অন্তর্ভুক্ত : দক্ষ ও সদ্য প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক। ছোট ছোট ক্লাস, যাতে মনোযোগ ও নির্দেশনায় বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব। সাঁতারের প্রতিটি ধাপের জন্য নির্ধারিত ক্লাস, বিশেষ করে বিশেষ শিক্ষা চাহিদা ও প্রতিবন্ধী (সেন্ড) শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্লাসের আয়োজন। প্রতিটি ধাপের স্পষ্ট অগ্রগতি, যা একটি কাঠামোবদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করে। প্রতিটি মাইলফলক উদযাপনে অফিসিয়াল সার্টিফিকেট।

গত ৪ ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুইম ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি জেমস প্যারামোর টাওয়ার হ্যামলেটসের সঙ্গে নতুন এই অংশীদারিত্ব এবং সাঁতারকে জীবন রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অক্টোবরে, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর সঙ্গে একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এই এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুইম স্কুলের জন্য নতুন নাম ও মাসকট বাছাই করা হয়।

মে ফ্লাওয়ার প্রাইমারি স্কুলের ইনায়াহ রহমান ডিজাইন করেছে “বাবলস দ্য বি ওয়েল ডাক,” যা বি ওয়েল সুইম স্কুলের অফিসিয়াল মাসকট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, ওসমানী প্রাইমারি স্কুলের মুসা হোসেন তৈরি করে সুইম নিরাপত্তা সঙ্গী “অক্টোসেফ,” যা শিশুদের প্রয়োজনীয় সাঁতার নিরাপত্তা বিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করবে। প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও তাদের স্কুলের প্রতিনিধিরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের সৃষ্টিশীলতার জন্য পুরস্কৃত হন।

সংস্কৃতি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর কামরুল হুসাইন বলেন, ইংল্যান্ডে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর অন্যতম সাধারণ কারণ। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল জল নিরাপত্তা উন্নত করা, সাঁতারের দক্ষতা বাড়ানো এবং বাসিন্দাদের আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য অবিচল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাঁতার একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবন দক্ষতা যা স্বাস্থ্য উন্নত করে, আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং পানির আশেপাশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যা একটি স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।’ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খেলাফত মজলিস রচডেল শাখার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুক্তরাজ্যের রচডেল শাখার ৩৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ৭ ডিসেম্বর শনিবার আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এতে শাখার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হোসাইন আহমদের পরিচালনায় আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শাখার প্রধান উপদেষ্টা ওলডহ্যাম শাখার সভাপতি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা কমর উদ্দিন।

অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রচডেল শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ছায়েফ আহমদ সেবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ বদরুল ইসলাম, বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শামছুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ মতিউর রহমান প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহাদ্দিস মাওলানা কমর উদ্দিন বলেন, যুগ শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আলেম উলামা, দ্বীনদার ও সর্বস্তরের মানুষের আস্থার প্রতিক। বর্তমানে আল্লামা মামুনুল হকের নেতৃত্বের সারা দেশে সংগঠনের এক নব জাগরণ তৈরী হয়েছে। তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কে আরো জোরদার ও গতিশীল করতে সবাইকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

পরিশেষে শাখার প্রধান উপদেষ্টা ওলডহ্যাম শাখার সভাপতি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা কমর উদ্দিনের বাংলাদেশে সফর উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা ও সফর কামিয়াবীর জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

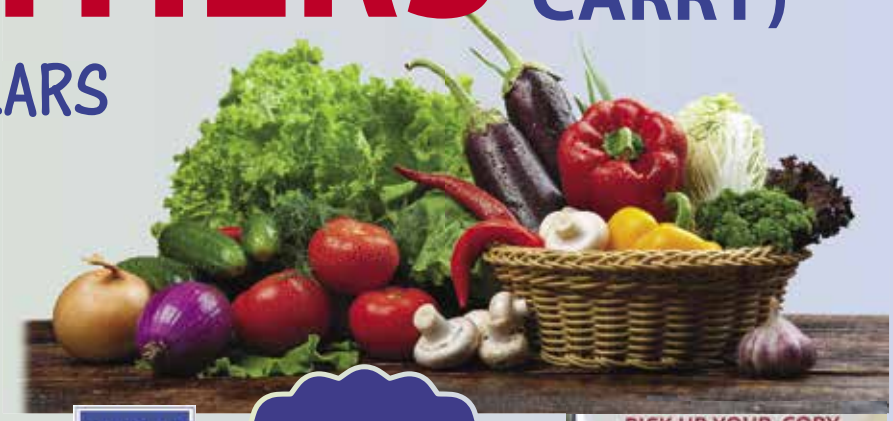

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

বড়লেখায় লন্ডন প্রবাসীর উদ্যোগে দুই শতাধিক মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার ইটাউরী গ্রামে দুই শতাধিক শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার দুপুরে লন্ডন প্রবাসী আনোয়ার হোসেনের উদ্যোগে তার নিজ বাড়িতে কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়। কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বি মস্তফা উদ্দিন মাখনের সভাপতিত্বে ও আহমদ সিদ্দিক তাপাদারের পরিচালনায় শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আফজাল হোসাইন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বি জয়নাল আবেদীন, ইটাউরী হাজী ইউনুছ মিয়া মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনাম উদ্দিন ও সহকারী প্রধান শিক্ষক ওয়াহিদুল হক এপলু ও আনোয়ার হোসেন, সমাজসেবক পিতা কটন আলী, ছেলে রুহুল হোসাইন, আব্দুল হামিদ, সমাজসেবক আতাউর রহমান, নজরুল ইসলাম লিলু, সৈয়দ আব্দুর রহিম উনু, আব্দুল মুকিত, শিক্ষক আব্দুর রহিম, সাংবাদিক ফয়জুল হক শিমুল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, লন্ডন প্রবাসী আনোয়ার হোসেন একজন মানবদরদী ব্যক্তি। মানবতার কল্যাণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। তিনি প্রায় সময় অসহায়, দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ান। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি তাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করনে। প্রতিবছর শীতার্ত মানুষের জন্য গরম কাপড় বা কম্বল বিতরণ করেন। বক্তারা আনোয়ার হোসেন এই মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তারা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রহিম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনকে হিথ্রো বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন গত ৬ ডিসেম্বর সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌছান। এ সময় বাংলাদেশ হাই কমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনারসহ যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আব্দুর রহমান মাদানী, ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ, শায়খ মাহমুদুল হাসান, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা সাদিকুর রহমান, শায়খ ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, মাওলানা শাহ মিজানুল হক, মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা আশফাকুর রহমান, মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, মাওলানা তায়িদুল ইসলাম, মাওলানা আনিসুর রহমান, মাওলানা দিলোয়ার হোসাইন এবং সামসুল আলম। এছাড়াও টিভি ওয়ানের ডিরেক্টর রিজওয়ান হুসাইন।

উল্লেখ্য, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন আগামী ৮ ডিসেম্বর বার্মিংহামে এবং ১২ ডিসেম্বর লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য সিরাতুন্নবী (সাঃ) সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করবেন। লন্ডনের সম্মেলনটি টিভি ওয়ান এবং ইউকে উলামায়ে কেরামের উদ্যোগে আয়োজিত হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটিশ পাসপোর্টে নো-ভিসা ফি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি

বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক বৃটিশ পাসপোর্টে নো-ভিসা ফিসহ অন্যান্য সার্ভিসে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জোর দাবি জানিয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে নেতৃবৃন্দ।

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনার, মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব, ডঃ মুজিবুর রহমান ও অর্থ সচিব,এম আসরাফ মিয়া সহ বিভিন্ন রিজিওনাল ও শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, একদিনের নোটিশে বৃটিশ পাসপোর্টে নো ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে কেন ৭০ পাউন্ড করা হলো যাহা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, বলে উল্লেখ করে বৃটিশ পাসপোর্টে নো- ভিসা ফি সহ অন্যান্য সার্ভিসে ও ফি বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এর জোর দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ হাইকমিশন মাত্র একদিনের স্বল্প নোটিশে নো ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ পাউন্ড করায় বৃটিশ বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রেরিত বার্তায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনার ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, আমাদের নিজের দেশ বাংলাদেশে যেতে ৭০ পাউন্ড নো ভিসা ফি এটা বাংলাদেশীদের জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। বিশেষ করে এখন হলিডে টাইমে যখন হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে এই নো ভিসা ফি বৃদ্ধি করায় প্রবাসীরা হতাশ। এছাড়াও প্রবাসীদের হাই কমিশনের মাধ্যমে দ্রুত এনআইডি কার্ড প্রদান, পাওয়ার অব এটর্নির জটিলতা নিরসন ও বাংলাদেশে খাজনা প্রদানে অযথা হয়রানী না করে প্রবাসীদের পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণের জোর দাবী জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

আপাসেনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ডিসএবিলিটি ডে উদযাপিত

ইন্টারন্যাশনাল ডে অব পারসনস উইথ ডিসএবিলিটি উদযাপনের অংশ হিসেবে আপাসেনের উদ্যোগে সোমবার (৯ নভেম্বর) এক জমকালো অনুষ্ঠানের আ য়োজন করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আপাসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পূর্ব লন্ডনের এট্রিয়াম ইভেন্টস ভেন্যুতে বিশেষ এই দিনটি উদযাপিত হয়।

ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আপাসেনের শিক্ষার্থী ছাড়াও ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত ১১টি সংগঠন ও সরকারি বেশ কয়েকটি সংস্থা অংশ নেয়। বিশেষ এই উদযাপনের অংশ হিসেবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বার্টস হেলথ এনএইচএস ট্রাস্ট-এর এসোসিয়েট ডাইরেক্টর বেথ ব্রাউন, আপাসেনের চিফ অপারেটিং অফিসার মার্ক ফৌলডস, আ পাসেনের প্যারেন্টস অ্যাম্বাসেডর আমির হোসেন এবং সংস্থাটির ট্রাস্টি ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্বজুড়ে ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ডিসএবিলিটি ডে উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রতিবছরই আপাসেন শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান আ য়োজন করে আসছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ম্যাজিক শো, প্যারা কার্নিভ্যাল ছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন আপাসেন শিক্ষার্থীরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগ

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬দিন ব্যাপী প্রচারণা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এ বছর হোয়াইট রিবন ডে এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের প্রচারণার অংশ হিসেবে সচেতনতা কার্যক্রমের আয়োজন করেছে। কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি টিম সারা বারাজুড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এগিয়ে এসেছে। প্রতি বছর এই দিনগুলো পালন করা হলেও, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো কাউন্সিলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

হোয়াইট রিবন ডে নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলের জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবস। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ১৬ দিনব্যাপী এই প্রচারণাটি ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত চলে।

হোয়াইট রিবন ডে সকলকে, বিশেষ করে পুরুষদের, নারীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে একত্রিত হতে উৎসাহিত করে। এটি একটি অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করার জন্য উৎসাহ দেয়, যা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা কখনোই নারীদের প্রতি সহিংসতা করবে না, সমর্থন করবে না বা চুপ থাকবে না।

১৬ দিনের এই প্রচারণায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস (ভিএডব্লিউজি), হেইট ক্রাইম টিম, উইমেন্স নেটওয়ার্ক এবং মেইল অ্যালাইস এর কর্মীরা কাউন্সিলের কর্মীদের অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করতে উৎসাহিত করেছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "প্রতি বছর প্রায় ১২জন নারীর মধ্যে ১জন লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন বলে ধারণা করা হয়। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি পরিসংখ্যান। আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসকে সকলের জন্য একটি নিরাপদ স্থান বানানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

তিনি বলেন, "এই ১৬ দিনের কার্যক্রম জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আমাদের উদ্যোগগুলোর একটি মাত্র অংশ। আমরা সম্প্রতি আমাদের নতুন ভিএডব্লিউজি (ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এন্ড গার্লস) এবং উইমেন্স সেফটি স্ট্র্যাটেজি (নারীর নিরাপত্তা কৌশল) প্রকাশ করেছি, যেখানে বারাজুড়ে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমরা যে কোনো ধরনের নির্যাতন এবং হয়রানিকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করবো এবং স্পষ্ট করবো যে টাওয়ার হ্যামলেটসে এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।"

কেবিনেট মেম্বার ফর সেফার কমিউনিটিজ, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, "নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিটি মানুষের উদ্বেগের বিষয় এবং সম্মিলিতভাবে আমাদের সবাইকে এমন একটি বারার জন্য কাজ করতে হবে, যেখানে কেউ জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি, ধর্ম বা যৌন অভিমুখিতা নির্বিশেষে রাস্তায় বা ঘরে অরক্ষিত বোধ করবে না।"

তিনি বলেন, "আমাদের নতুন ভিএডব্লিউজি কৌশল নারীদের এবং মেয়েদের সুরক্ষার বিষয়টি পরিষেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় করে তুলেছে এবং প্রান্তিক নারীদের বিশেষ প্রয়োজনগুলোকেও গুরুত্ব দিয়েছে। এটি আমাদের সমাজে নারী বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপরও আলোকপাত করেছে।"

টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্টার ফেইথ ফোরামের চেয়ার সুফিয়া আলম বলেন, "আমি আশা করি এই ১৬ দিনের কার্যক্রম মানুষের চোখ খুলে দেবে এবং দেখাবে কীভাবে প্রতিদিন সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা ঘটে এবং আমরা তা বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ নিতে পারি। এই গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা দিবসগুলো পালন করে আমরা সম্মিলিতভাবে যে কোনো ধরনের নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার নিন্দা জানাই এবং দেখাই যে এটি আমাদের বরোতে কখনোই সহ্য করা হবে না।" সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গেনাইজেশনের নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

টাওয়ার হ্যামলেট কেয়ারার অর্গেনাইজেশনে নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর বুধবার ইস্ট লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে এ সভা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমির উদ্দিন পরিচালনায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবলু।

সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা একেএম হেলাল, উপদেষ্টা গোলাম আব্বাস, নুরুন্ননবী, শাহজাহান খান, ট্রেজারার আব্দুর রউফ, সহ- সভাপতি হাফিজ ুর রহমান, আবুল কালাম, সহ-সম্পাদক মুক্তাদিজ্জামান, আনসার আহমেদ, সহ-ট্রেজারার বিলাল আহমেদ, এবিএম কাউছার।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কেয়ারার ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে টাউন হলে নির্বাহী মেয়র সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সাক্ষাতের সময় এবং তারিখ নেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা একেএম হেলাল ও গোলাম আব্বাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া আগামী রমজান মাসে ইফতার মহফিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কমিটির অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লুৎফুর রহমান, কামালী, মোহাম্মদ তাহের, আ কিব চৌধুরী, জাহিদুল ইসলাম, সোরাব হোসেন, মাহি উদ্দিন, নাহিম মিয়া, নাজমুল হক, আব্দুল মুমিত, আক্তার হোসেন, আলী আ হমেদ ও দুলাল আহমদ প্রমুখ।

বিদায়ী সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, তাকে পর পর দুই বার সভাপতি নির্বাচিত ও দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করায় সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পরিশেষে নৈশ ভোজের মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ'র নির্বাহী বৈঠক অনুষ্ঠিত

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ'র এক নির্বাহী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার ৮ ডিসেম্বর লন্ডনের ফোর্ডস্কয়ার মসজিদের কনফারেন্স হলে মুফতি আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে দূর-দুরান্ত থেকে জমিয়তের কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জমিয়তের মহাসচিব মুফতি মাওসুফ আহমদের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন প্রতিথযশা আলেমে মুফতি জিল্লুল হক, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা সৈয়দ মুশাররাফ আলী, মাওলানা মাওলানা মামনুন মহি উদ্দিন, মাওলানা জসিম উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল বাসিত, মাওলানা হারিস উদ্দিন,মাওলানা হাফিজ মুখলিসুর রহমান,মাওলানা আব্দুল আওওয়াল,মাওলানা সাইফুর রহমান,মাওলানা আখলাক আ হমদ চৌধুরী,মাওলানা মাহফুজ আ হমদ,মুফতি কুতুব উদ্দিন, হাফিজ মাওলানা মাওলানা মাসুক আহমদ, মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রাব্বানি, আলহাজ্জ সায়েস্তা মিয়া, হাফিজ ওয়ালিদ রহমান, মুফতি আব্দুল জব্বার,মাওলানা আব্দুস সাত্তার, মাওলানা আবু সুফিয়ান, মাওলানা কামাল উদ্দিন, হাজী আ ব্বাস মিয়া, হাজী আবুল কালাম, মাওলানা জয়নুল আবেদীন,মাওলানা হেলাল আহমদ, মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান প্রমুখ।

বৈঠকে বক্তারা বর্তমান মুসলিম উম্মাহর এই নাজুক পরিস্থিতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তাঁরা সিরিয়ার স্বৈরাচার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়ে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক মুসলমানকে সুন্নতের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যতদিন সুন্নত জীবিত থাকবে, মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ততদিন কায়েম থাকবে। সভায় ইউরোপ জমিয়তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করেন মাওলানা জুনাঈদ আহমদ, মাওলানা ইমদাদ হোসেন মাহফুজ, মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। এসময় সংগঠনের সভাপতি নবাগতদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের শীতকালীন জ্বালানি ভাতা

১৭৫ পাউন্ড করে পাচ্ছেন প্রায় ৫ হাজার পেনশনার

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল গত বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) তাদের শীতকালীন জ্বালানি ভাতা চালু করেছে। বারার যেসকল পেনশনার এই উইন্টার ফুয়েল এলাউন্স পাওয়ার যোগ্য, তাদের কাছে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের চিঠি পাঠানো হচ্ছে। এই চিঠি যেকোনো পোস্ট অফিসে উপস্থাপন করে, প্রত্যেকে সঙ্গে সঙ্গে ১৭৫ পাউন্ড নগদ সংগ্রহ করতে পারবেন।

সরকার পেনশনারদের উইন্টার ফুয়েল এলাউন্স বা শীতকালীন জ্বালানি ভাতা প্রদানে কাটছাঁট করার পর ইংল্যান্ডের প্রথম কাউন্সিল হিসেবে পেনশনভোগীদের জন্য এই ভাতা পুনর্বহালের উদ্যোগ নিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। গত ২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পূর্ণ কাউন্সিল সভায় এই উদ্যোগ অনুমোদিত হয়।

লোকাল গভর্নমেন্ট এসোসিয়েশন (এলজিএ) যখন দেশের এক-চতুর্থাংশ কাউন্সিল দেউলিয়াত্বের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে, তখন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করেছে এই প্রকল্পের জন্য। এই বরাদ্দের দুই-তৃতীয়াংশ এসেছে কাউন্সিলের নিজস্ব তহবিল থেকে এবং বাকি অংশ যোগ করা হয়েছে সরকার থেকে প্রাপ্ত হাউসহোলড সাপোর্ট ফান্ডের মাধ্যমে। মেয়র আগামী বছরের বাজেটে শীতকালীন জ্বালানি ভাতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং নতুন বছরে আরও অন্যান্য উদ্যোগ ঘোষণা করা হবে।

মেয়র লুৎফুর রহমান বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোরে পেনশনভোগীদের সঙ্গে দেখা করার সময় এই প্রকল্পের ঘোষণা দেন এবং শীতের মৌসুমে উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য গ্লাভস, মোজা, কম্বল এবং থার্মাল ফ্লাস্ক সহ উষ্ণ প্যাক বিতরণ করেন।

এছাড়া, মেয়র লুৎফুর রহমান এবং কাউন্সিলের কস্ট-অব লিভিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ শীতকালীন সহায়তার একটি বৃহত্তর প্যাকেজও ঘোষণা করেন।

এই প্যাকেজের আওতায় শীতের সময় বারার বাসিন্দারা যাতে নিজেকে উষ্ণ রাখতে পারেন, সেজন্য কাউন্সিল লাইব্রেরি ও আইডিয়া স্টোরগুলোতে ‘ওয়ার্ম হাব’ চালু করা হবে। এসব হাব বা উষ্ণ কেন্দ্রগুলিতে বাসিন্দারা গরম পরিবেশের সময় কাটানোর পাশাপাশি চা পান, সামাজিকতা এবং সহায়তা পরিষেবা নিতে পারবেন। বৃহস্পতিবার হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোরে ‘ওয়ার্ম হাব’ (উষ্ণ কেন্দ্র) এরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র লুৎফুর রহমান। এসময় তিনি আগত বাসিন্দাদের সাথে আন্তরিক পরিবেশে কথা বলেন। উল্লেখ্য, গত বছর ২০,০০০ এর বেশি বাসিন্দা টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়ার্ম হাবগুলি ব্যবহার করেছেন।

শীতকালীন সহায়তা প্যাকেজের অংশ হিসেবে কাউন্সিল একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে, যার নাম ‘ক্রেডিট ওয়্যার ক্রেডিট ইজ ডিউ’ অর্থাৎ “ক্রেডিট যার প্রাপ্য, তারই পাওয়া উচিত”। এটি উপযুক্ত পেনশনভোগীদের তাদের পেনশন ক্রেডিট দাবি করতে সহায়তা করবে। টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রায় ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের পেনশন ক্রেডিট দাবি করা হয়নি, যার ফলে ৪,০০০ এরও বেশি পরিবার গড়ে বছরে ৩,৯০০ পাউন্ড পাওয়ার সুযোগ হারাচ্ছে। এছাড়া,

কাউন্সিল এই মাসে ‘মিলস অন হুইলস’ এবং লাঞ্চ ক্লাব চালু করার একটি প্রস্তাব পাস করেছে, যাতে বারার বয়স্ক বাসিন্দারা স্বাস্থ্যকর, গরম খাবার এবং সামাজিক মেলামেশার সুযোগ পেতে পারেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “শীতকালে ঠান্ডার তীব্রতা সহ্য করতে বাধ্য হওয়া বা হিটিং (ঘরকে উষ্ণ রাখা) এবং খাবারের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া নিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অন্যান্য উপায়েও পরিবারগুলোকে সহায়তা করছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি দেশের প্রথম কাউন্সিল, যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইউনিভার্সাল ফ্রি স্কুল মিল সরবরাহ করেছে এবং শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা (ইএমএ) পুনরায় চালু করেছে।

চিন্তিত অনেক প্রবীণের সঙ্গে আমি কথা বলেছি।”

“যেহেতু শীত শুরু হয়েছে এবং তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, এমন এক পরিস্থিতিতে আমরা সরকারের শীতকালীন জ্বালানি ভাতা অপসারণের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করতে পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা টাওয়ার হ্যামলেটসের পেনশনভোগীদের জন্য পুণর্বহাল করছি। যারা আমার কাছ থেকে চিঠি পাচ্ছেন, তারা এখনই যেকোন পোস্ট অফিস শাখা থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

মেয়র বলেন, “কস্ট অব লিভিং সংকট মোকাবিলায় আমরা আরও অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি, যেমন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বজনীন ফ্রি স্কুল মিল চালু করা এবং শিক্ষা সহায়তা ভাতা পুনর্বহাল করা। এবার পেনশনভোগীদের সুরক্ষার জন্য শীতকালীন সহায়তা প্রদান করছি। টাওয়ার হ্যামলেটস দেখিয়েছে কীভাবে এই ব্যয়ের সঙ্কটের সময় সবচেয়ে বেশি সংকটে থাকা লোকজনকে সহায়তা দেয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।”

ক্যাবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ বলেন, “আমরা গর্বিত যে টাওয়ার হ্যামলেটস প্রথম কাউন্সিল যারা শীতকালীন জ্বালানি ভাতা অনুমোদন করেছে, এবং উপযুক্ত পেনশনভোগীরা অবিলম্বে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

“সরকারের কর্তন সিদ্ধান্তের ফলে দেশজুড়ে ৫০,০০০ পেনশনভোগীকে জ্বালানি দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে ঠেলে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এবং অনেকেই ঠাণ্ডার মাসগুলোতে একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতার সাথে লড়াই করছেন। আমরা বয়স্ক বাসিন্দাদের জন্য শীতকালীন জ্বালানি ভাতা, পেনশন ক্রেডিট সহায়তা, এবং ওয়ার্ম হাবসের মাধ্যমে নিরাপদ, উষ্ণ পরিবেশ ও সহায়তা পরিষেবার সুযোগ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।”

বারার লাইব্রেরী ও আইডিয়া স্টোরগুলোতে খোলা ওয়ার্ম হাবগুলো মার্চ পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য, মেয়র এর পক্ষ থেকে পেনশনভোগীদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে, যেখানে একটি পোস্ট অফিস পেআউট বারকোড রয়েছে। এটি যেকোনো পোস্ট অফিসে দেখিয়ে নগদ সংগ্রহ করা যাবে। প্রাপক চাইলে তাদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে অন্য কাউকে টাকা সংগ্রহ করতে পাঠাতে পারেন।

কাউন্সিল আরও প্রচার চালাচ্ছে যেন অন্য যোগ্য পেনশনভোগীরাও এই অর্থ গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। বাসিন্দারা ওয়েবসাইট ভিজিট করে বা ০২০৭ ৩৬৪ ৫০৪০ নম্বরে কল করে আবেদন করতে পারবেন।

পেনশন ক্রেডিট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে বাসিন্দারা পেনশন ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করতে পারেন। এই ক্যালকুলেটর ব্যবহারে সাহায্যের জন্য, বা পরামর্শদাতার সাথে কথা বলতে, ০২০ ৭৩৬৪ ৫০৪০ নম্বরে কল করুন।

পেনশন ক্রেডিটের মাধ্যমে আরও সহায়তা পাওয়া যাবে, যেমন: ৭৫ বা তার বেশি বয়সীদের জন্য বিনামূল্যে টিভি লাইসেন্স। এনএইচএস খরচ, যেমন প্রেসক্রিপশন, ডেন্টাল চিকিৎসা, চশমা এবং হাসপাতালের অ্যাপয়েন্টমেন্টে পরিবহন খরচে সহায়তা।

যারা ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে পেনশন ক্রেডিটের জন্য সাইন আপ করবেন তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ২০০-৩০০ পাউন্ড এর একটি অতিরিক্ত এককালীন অর্থ পাবেন।

হাউজিং মান উন্নত করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

সামাজিক হাউজিং সার্ভিস সমূহের মান উন্নত করতে এবং নতুন ভোক্তা মানদণ্ড পূরণের লক্ষ্যে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল নিজেকে সোশ্যাল হাউজিং নিয়ন্ত্রকের কাছে রেফার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত বছরের নভেম্বর মাসে টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস (টিএইচএইচ) ইনসোর্স করার পর, অর্থাৎ সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণের নিয়ে আসার পর, কাউন্সিল একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করে নতুন নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা গুলির সঙ্গে তাদের অবস্থান মূল্যায়ন করে। এই পর্যালোচনা পরিষেবার পারফরম্যান্সের ঘাটতিগুলো এবং উন্নতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা প্রদান করেছে, যা বাসিন্দাদের চাহিদা এবং নতুন ভোক্তা মান পূরণে সহায়ক।

স্ব উদ্যোগ পদক্ষেপ হিসেবে এবং যৌথ নিয়ন্ত্রণের মানসিকতায়, কাউন্সিল সেল্ফ-রেফার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং উন্নতির পরিকল্পনা দেখানোর জন্য একটি রেগুলেটরি অ্যাসিওরেন্স অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে।

সোশ্যাল হাউজিং রেগুলেটর বর্তমানে এই স্ব-রেফারেল টি পর্যালোচনা করছে। বাসিন্দাদের বাড়িগুলি নিরাপদ রয়েছে, ভাড়ার চুক্তি গুলিতে কোনও পরিবর্তন নেই এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস করার পদ্ধতিও আগের মতোই রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত, এটি পরিষেবার মান উন্নত করার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের চিফ এক্সিকিউটিভ স্টিভ হ্যালসি বলেছেন: “টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসরত প্রতিটি মানুষ একটি উষ্ণ, নিরাপদ এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষিত বাড়ি পাওয়ার অধিকার রাখে। এটি নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব, এবং আমরা সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ কারণেই ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে হাউজিং ম্যানেজমেন্ট সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা আমাদের ভাড়াটে এবং লিজহোলডারদের দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছিল।” “আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের বাসিন্দাদের প্রতি আরো বেশি জবাবদিহি হওয়া এবং নতুন গ্রাহক মান ও বিলডিং সেফটি অ্যাক্ট এর প্রয়োজনীয়তা গুলোর অধীনে আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি থাকা প্রয়োজন।”

প্রধান নির্বাহী আরও বলেন, “আমরা জানতাম যে আমাদের কিছু ভাড়াটিয়া আবাসন সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়ে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা চালু করেছিলাম। সেই প্রতিবেদনে আমাদের ভাড়াটিয়া এবং লিজহোলডারের জন্য প্রদত্ত পরিষেবার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মানের নিচে থাকার বিষয়টি প্রকাশ পায়। এ কারণেই আমরা নিজেদের সোশ্যাল হাউজিং রেগুলেটর এর কাছে রেফার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মনে করি এটি আমাদের পরিষেবা উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ, যা সহচ্ছনিয়ন্ত্রণ, সহযোগিতা এবং স্বচ্ছতার মানসিকতায় করা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “আমাদের বাসিন্দাদের জন্য তারা যে মানের আবাসন পরিষেবা প্রাপ্য তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সার্ভিসসমূহকে উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছি। যেখানে আমরা এই মান অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি, সেখানে আমরা ক্ষমা চাইব এবং দ্রুত আমাদের পরিষেবা উন্নত করব। আমরা বাইরের পর্যালোচনা এবং পরিদর্শনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত, এ কারণেই আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি এবং নিয়ন্ত্রকের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

স্পেনের কথা বলে যুবককে লিবিয়ায় পাচারের অভিযোগ

সিলেটে ১২ জনের নামে মামলা

সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: স্পেনে পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে সুনামগঞ্জের এক যুবককে লিবিয়ায় পাচারের অভিযোগে ১২

জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর বুধবার সিলেট মহানগরের কোতোয়ালি মডেল থানায় মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে মামলাটি করা হয়।

এর আগে গত ২৭ নভেম্বর সিলেটের মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে ছেলে আ লী হোসেনকে (২৮) পাচারের অভিযোগে একটি নালিশি দরখাস্ত করেছিলেন সুনামগঞ্জের জ গন্নাথপুরের শ্রীধরপাশা গ্রামের আ বুল হক (৫৫)। পরে আদালতের বিচারক মোঃ সাইফুর রহমান দরখাস্তটি এফআইআর হিসেবে গণ্য করার জন্য কোতোয়ালি থানাকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি আগামী ২ মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানাকে তদন্ত প্রতিবেদন জমার দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত।

সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জিয়াউল হক মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আদালতের নির্দেশে মামলাটি নেওয়া হয়েছে।

মামলার প্রধান আসামি হচ্ছেন সিলেট নগরের আখালিয়া এলাকার বাসিন্দা ফয়সল মিয়া (৪৫)। তিনি জগন্নাথপুরের কলকলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক। মামলার অন্য আসামিরা হলেন ফয়সলের ভাই মকবুল মিয়া (৫০), জগন্নাথপুরের শ্রীধরপাশা গ্রামের হাছান নূর (৪০), সাইফুল ইসলাম (২৮), ছালাতুর রহমান (৩৫), সিরাজুল ইসলাম (৪৫) ও সামসুল ইসলাম (৪৫), আসামপুর গ্রামের এনাম (৩৬), সিলেট নগরের তপোবন এলাকার নজরুল ইসলাম (৪০), দিরাই উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের সালেহ (৪০), জগন্নাথপুরের পাড়ারগাঁও গ্রামের শাহীন (৩৫) ও শ্রীধরপাশা গ্রামের জিলু মিয়া (৪২)।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, আসামিরা আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী দলের সক্রিয় সদস্য। ফয়সল মিয়া ও মকবুল মিয়া সিলেট নগরে বসবাস করে বিদেশে লোক পাচার করে থাকে। অন্য আসামিরা তাঁদের দেশ-বিদেশের এজেন্ট। এই আসামিরা লোক সংগ্রহ করে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে লিবিয়ায় পাঠিয়ে সেখানে জি ম্মি করে রাখে। পরে জোর করে টাকা আদায় করে। টাকা না দিলে নির্যাতন করে হত্যা করে।

আবুল হক মামলায় অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলেকে তিনি ফয়সলের মাধ্যমে ১৫ লাখ টাকায় স্পেন পাঠানোর জন্য ২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট মৌখিক চুক্তি করেন। এরপর ওই বছরের ২৯ আ গস্ট, ২০ নভেম্বর ও ২০১৯ সালের ১০ জানুয়ারি তিন দফায় তিনি সে টাকা পরিশোধ করেন। পরে তাঁর ছেলেকে স্পেনে না পাঠিয়ে কৌশলে আসামিরা লিবিয়ায় পাঠান। সেখানে থাকা পাচার চক্রের সদস্য তাঁর ছেলের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাতেন। আরও টাকা না পেলে তাঁকে হত্যা করার হুমকিও দেন চক্রের সদস্যরা। এর পর থেকেই আ লী হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে আ নার জন্য তাঁর পরিবারের সদস্যরা আসামিদের চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু আরও টাকা না দিলে আ লী হোসেনকে আসামিরা দেশে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না বলে জানান।

টাকা না পেলে আলী হোসেনকে দেশে আনা যাবে না, এমন কথার পরিপ্রেক্ষিতে নানা সময়ে আ রও প্রায় ১০ লাখ টাকা বাদীর পরিবারের কাছ থেকে আসামিরা হাতিয়ে নেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। বাদীর পরিবার জানায়, এর মধ্যে আলী হোসেনকে অত্যাচার-নির্যাতনের কিছু ভিডিও ও অডিও রেকর্ড পরিবারের সদস্যদের কাছে আসে। এতে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েন।

মামলার বাদী আবুল হক বলেন, 'প্রায় ২৫ লাখ টাকা আসামিদের দিয়েছি। এরপরও ছেলের স্বার্থের বিষয়টি চিন্তা করে এত দিন মামলা করিনি। তবে সাড়ে তিন মাস ধরে ছেলের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। এতে পরিবারের সদস্যরা শঙ্কায় আছি। এ অবস্থায় মামলা করতে বাধ্য হই।'

অভিযোগের বিষয়ে জানতে মামলার প্রধান আসামি ফয়সল মিয়ার মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন পাওয়া গেছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় আসামির মুঠোফোনে কল করলে তিনি ধরেননি। তাই তাঁদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

সিলেটে অর্ধকোটি টাকার চোরাচালানের মালামাল জব্দ

সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে দুই দিনে প্রায় অর্ধকোটি টাকার চোরাচালানের মালামাল জব্দ করার দাবি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত শুক্রবার ও শনিবার পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দ করা হয়।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জ ানিয়েছে সিলেট ব্যাটালিয়নের ৪৮ বিজিবি। তবে এসব ঘটনায় জড়িত কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়নি।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ও আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিলেট ব্যাটালিয়নের ৪৮ বিজিবির সদস্যরা সিলেট ও সুনামগঞ্জের সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালান। অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় চিনি, শুঁটকি, অলিভ অয়েল, বিড়ি ও মদ জব্দ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে পাচারকালে রসুন, মাছ, চোরাচালানের মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা এবং অবৈধভাবে

পাথর উত্তোলনে ব্যবহৃত নৌকা জব্দ করা হয়। জব্দ করা এসব মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা।

সিলেট ব্যাটালিয়নের ৪৮ বিজি বির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীমান্তবর্তী এলাকার অভিযান পরিচালনা করে চোরাচালানের মালামাল জব্দ করা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুবলীগ নেতার বাড়িতে গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ড : মা চাচির মৃত্যু

শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত- বললেন চেয়ারম্যান ইমরান

সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: মৌলভীবাজারে ৭ ডিসেম্বর জেলা যুবলীগ সহসভাপতি শেখ রুমেল আহমেদের বাড়িতে আ গুনে পুড়ে তাঁর মা মেহেরুন্নেসা (৭০) ও চাচি কুটি বেগমের (৬২) মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও লোকমুখে নানা আলোচনা চলছে।

ডুপ্লেক্স বাড়িটিতে কেউ আগুন লাগিয়েছে, নাকি নিছক দুর্ঘটনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। কেউ বলছেন, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগুন লাগানো হয়েছে। আত্মগোপনে থেকে শেখ রুমেলও সোমবার ফেসবুকে একই দাবি করেছেন। এরই মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি পুলিশ, সিআইডির বিশেষ দল অগ্নিকা–র পেছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে কিনা তা তদন্ত করছে।

শেখ রুমেল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আ ন্দোলন ইস্যুতে দায়ের করা কয়েকটি মামলার আসামি। তিনি গত ৫ আ গস্টের পর থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন। তাঁর অপর ভাই-বোনদের অনেকে প্রবাসী ও মৌলভীবাজ ারের বাইরে অবস্থান করেন। ফলে মৌলভীবাজারের মোস্তফাপুর ইউনিয়নের ওই ডুপ্লেক্স বাড়িতে শুধু তাঁর মা মেহেরুন্নেসা ও চাচিই একা থাকতেন।

শেখ রুমেল আহমেদ তাঁর ফেসবুক আইডিতে মা, চাচির কফিনে রাখা লাশ এবং পোড়াঘরের ১৯টি ছবি আপলোড করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'আজ মৌলভীবাজারের ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হলো। আল্লাহ আপনাদের আরও শক্তি দিক, আপনারা জুলুম করতে থাকেন। দুটি মায়ের জীবন কেড়ে

নিলেন, আপনাদের নোংরা রাজ নীতির মেটিকুলাস মিলাতে গিয়ে। আল্লাহ-তায়ালার আরশে আজি মে পৌঁছাক আর আরশে আজিম থেকেই ফয়সালা হোক।'

জেলা যুবলীগ সহসভাপতির ছোট ভাই ব্যবসায়ী শেখ বদরুল আহমেদ ফোনে সমকালকে বলেন, পরিকল্পিত আগুন লাগিয়ে আমার মা ও চাচিকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের ঘরে অটো সার্কিট ব্রেকার লাগানো রয়েছে। শর্ট সার্কিট হলেই শব্দ করে সমস্ত লাইন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার প্রশ্নই ওঠে না। পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগানোর প্রমাণ হিসেবে ঘটনাস্থল থেকে গ্যালন উদ্ধার হয়েছে।

মৌলভীবাজার ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার যীশু তালুকদার জ ানান, ধারণা করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। উদ্ধার হওয়া দুই মৃতদেহের কোথাও পোড়া ক্ষত দেখা যায়নি।

মোস্তফাপুর ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইমরান আহমেদ জানান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। আগুন লাগানোর অভিযোগ গুজব ছাড়া কিছু নয়। ময়নাতদন্ত শেষে ৮ ডিসেম্বর দুই নারীর লাশ দাফন করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন রাতে বাড়িতে একজন নাইটগার্ড আরজ ান মিয়া ছিলেন। আগুনে আক্রান্ত ঘরের পাশে কাটা ধানের বেশ কিছু আঁটি ছিল। প্রতিবেশী এখলাছ মিয়া জানান, ৭ ডিসেম্ব রাতে বাড়ির পাহারাদার আরজানের আগুন লাগার চিৎকারে ঘুম ভাঙে। এসে দেখি ঘরের ভেতরে আগুন জ্বলছে আর ধোঁয়ায় একাকার। এ অবস্থায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা এসে জানালার কাচ ভেঙে পানি মারতে থাকে। দরজা ভেঙে ও কলাপসিবল গেট কেটে ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করে। এরপর অচেতন অবস্থায় মেহেরুন্নেসা ও কুটি বেগমকে বের করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

মৌলভীবাজার মডেল থানার ওসি গাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, অগ্নিকাণ্ডে তথ্য অনুসন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি পুলিশ ও সিআ ইডির বিশেষ দল কাজ করছে। তদন্তে অগ্নিকা–র পেছনে অন্য কোনো রহস্য থাকলে বেরিয়ে আ সবে। পেট্রোলের গ্যালন পাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, রোববার সকাল ১০টা পর্যন্ত এ ট্যাঙ্ক পাওয়া যায়নি। ১০টার পরে কেউ হয়তো রেখে যেতে পারে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

সিআইডির এসপি নুতান চাকমা বলেন, শেখ রুমেলের বাড়িতে আ গুনের ঘটনার তদন্তে এখন পর্যন্ত নতুন তথ্য পাওয়া যায়নি। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মেঘালয়ে ধর্ষণের অভিযোগ

সিলেট আ'লীগ ও যুবলীগের ৪ নেতা ভারতে গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: ভারতের মেঘালয় রাজ্যে ধর্ষণের অভিযোগে কলকাতা থেকে সিলেট আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের চার শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রবিবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে কলকাতার নিউটাউন এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে কলকাতা পুলিশের সহায়তায় তাদের গ্রেপ্তার করে শিলং পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের অপসারিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন খান, সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তি, সিলেট মহানগর যুবলীগের সহসভাপতি আব্দুল লতিফ রিপন ও মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য ইলিয়াস আহমদ জুয়েল।

শিলং পুলিশের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানা গেছে, আওয়ামী লীগের নেতারা সিলেট থেকে পালিয়ে শিলংয়ে অবস্থান করার সময় সেখানে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ভিকটিম বাদী হয়ে শিলং থানায় ছয়জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও আরো দুজন পলাতক রয়েছেন। তারা হলেন সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আফসার আজিজ ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক দেবাংশু দাশ মিঠু।

কলকাতা ও শিলংয়ে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসহযোগী

সংগঠনের একাধিক নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, 'আমরা যতটুকু জেনেছি সিলেট মহানগর যুবলীগের সহসভাপতি আব্দুল লতিফ রিপন ও মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য ইলিয়াস আহমদ জুয়েল এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু একই ফ্ল্যাটে তাদের সঙ্গে থাকার কারণে বাকি চারজন আসামি হয়েছেন।'

তবে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের দুই শীর্ষ নেতা নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, 'শিলংয়ের মুভমেন্ট পাস নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় না জানিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

একাধিক সূত্র জানায়, দেশ ছেড়ে পালানোর পর শিলংয়ে ছিলেন নাসির উদ্দিন খানসহ ছয়জন ওঠেন শিলং পুলিশ বাজার থেকে খানিক দূরে একটি ফ্ল্যাটে। শিলংয়ে শীতের প্রকোপ বাড়ায় গত ১ ডিসেম্বর তারা শিলং ছেড়ে কলকাতা চলে যান।

কলকাতায় অবস্থানরত আওয়ামী লীগের এক নেতা জানান, শিলং ছেড়ে কলকাতায় আসার সময় তারা স্থানীয় থানায় অবগত করে আসেননি। পরে ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিশ খোঁজ নিলে ফ্ল্যাট কর্তৃপক্ষ তাদের থানায় যোগাযোগের জন্য বলে। কিন্তু কলকাতা থেকে শিলংয়ের দূরত্ব বেশি হওয়ায় তারা আবার সেখানে গিয়ে স্থানীয় থানা পুলিশের কাছে বিষয়টি অবগত করেননি।

তবে যুবলীগের এক নেতা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'লতিফ আর রিপন এই অপকর্ম ঘটিয়েছে বলে শুনেছি।

তবে সেটি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যেহেতু আমি কলকাতায়। বাকিরা একই ফ্ল্যাটে থাকার কারণে ফেঁসে গেছেন।'

গ্রেপ্তার হওয়া জুয়েল সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেনের খালাতো ভাই জানিয়ে তিনি বলেন, 'জুয়েল ও রিপনের রেপুটেশন ভালো নয়। ফলে এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারছি না।'

কলকাতায় অবস্থান করছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ সিলেট মহানগরের সাধারণ সম্পাদক নাঈম আহমদ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ঘটনার সত্য মিথ্যা এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। তারা চারজন গ্রেপ্তার হয়েছেন জেনেছি। তবে যতটুকু জানি তারা শিলং থেকে মুভমেন্ট পাস নিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় চলে আসার সময় নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় থানায় অবগত করে আসেননি। তারা যে ফ্ল্যাটে ছিলেন সেখান থেকে ফোন দিয়ে তাদের বিষয়টি নিষপত্তি করার জন্য বলাও হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা আবার শিলং যেতে পারেননি।'

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে সিলেট জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কমিটির সদস্যের পদত্যাগ

সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: সিলেট জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নবগঠিত কমিটি নিয়ে অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেছেন এক সদস্য। পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া ওই সদস্যের নাম জুয়েল আহমেদ। তিনি সিলেট এমসি কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

গত ২ ডিসেম্বর রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্যসচিব আরিফ সোহেল ২৭২ সদস্যের সিলেট জেলা আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দিয়েছিলেন। ওই কমিটির সদস্য ছিলেন জুয়েল। ওই কমিটিকে 'মুখ দেখে জিলাপি বিতরণের মতো' দাবি করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন জুয়েল।

গত রোববার কমিটির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে জুয়েল লেখেন, 'আমি জুয়েল, স্বজ্ঞানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সিলেট জেলা কমিটির সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করছি। আজকের পর থেকে অফিশিয়ালি এটার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

জুয়েল আহমদ বলেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি গঠন করা হয়েছে জুলাই বিপ্লব ঘিরে। আলাদা প্রেক্ষাপটে ছাত্র নাম দিয়ে সংগঠন করা হয়েছে। কিন্তু কমিটিতে অনেক অছাত্র রাখা হয়েছে। আবার কমিটির কয়েকজনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। গতানুগতিক অন্যান্য সংগঠনের মতোই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। আমার কাছে বিষয়টি

সাংঘর্ষিক মনে হয়েছে। এ জন্য কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছি।'

জুয়েল আহমদ বলেন, 'পদত্যাগের বিষয়টি কেন্দ্রের কয়েকজনকে জানিয়েছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক পত্র দেওয়া হয়নি। তবে দুএক দিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র প্রেরণ করব।'

সংগঠনের সিলেট জেলার আহ্বায়ক আকতার হোসেন বলেন, পদত্যাগের বিষয়টি তাঁর জানা নেই, তবে শুনেছেন। সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এমন ষড়যন্ত্র হতে পারে। সংগঠনের পদপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও জুলাই বিপ্লবের বিপক্ষে কাজ করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিয়ানীবাজার কলেজ মসজিদে খতিবের ওয়াজে বাধা

প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন সেই যুবলীগ নেতা

খুলে দেওয়া হলো তালাবন্ধ রেস্টুরেন্ট

সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: মৌলভীবাজারের বড়লেখা পৌর শহরের জিম্মি রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টার অবশেষে খুলে দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে রেস্টুরেন্টির তালা খুলে দেওয়া হয়। এর আগে সন্ধ্যায় বড়লেখা পৌরশহরের সাফরান রেস্টুরেন্টে ঘটনাটি সমাধানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্য অনুতপ্ত হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চান রেস্টুরেন্টির মালিক যুবলীগ নেতা জসিম উদ্দিন।

সূত্র জানায়, গত ২৯ নভেম্বর (শুক্রবার) বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ জামে মসজিদে জুমার নামাজের পূর্বে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা মশাহীদ আহমদ আলতাফ ধর্মীয় উগ্রবাদবিরোধী আলোচনা করছিলেন। এসময় জিম্মি রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টারের মালিক যুবলীগ নেতা জসিম উদ্দিন তাকে বাধা প্রদান করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর ঘটনাটি বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে পড়লে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

SEC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অভিযোগ

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতে ফেইক ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যেই বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ভাষণে আরও একবার উঠে এলো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। সোমবার (৯ ডিসেম্বর) বিধানসভার অধিবেশনে তিনি যেমন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তেমনই 'একটা রাজনৈতিক দলের' বিরুদ্ধে ফেক ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন।

নাম প্রকাশ না করে তিনি উল্লেখ করেছেন, দুই দেশের সম্পর্কে বর্তমানে যে টানাপোড়েন চলছে সেই পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে চাইছে ওই দল। তার কথায়, অনেক ফেক ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে। একটা রাজনৈতিক দল উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে।

বিধানসভায় তার ভাষণে সম্প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার এবং প্রতিবেশী দেশের বিষয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সংযত থাকার অনুরোধও করেছেন তিনি।

অন্যদিকে, দিন কয়েক আগে বাংলাদেশের একটা ভিডিও প্রকাশ্যে আসে যেখানে কিছু ব্যক্তিকে 'কলকাতা দখলের' ডাক দিতে দেখা গিয়েছিল। নিজেদের সাবেক সেনা কর্মকর্তা বলে জানিয়েছিলেন তারা।

একই সঙ্গে অন্য একটা ভিডিওতে বাংলাদেশের এক প্রবীণ নেতাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দখলের কথাও বলতে শোনা গিয়েছিল। যারা এই মন্তব্য করেছেন তাদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মমতা।

গত সপ্তাহে বিধানসভার অধিবেশনে তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। কেন্দ্র সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যাতে কেন্দ্রের তরফে জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশে শান্তি সেনা পাঠানোর আর্জি জানানো হয়। তার সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল বাংলাদেশ।

দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে তার দলের নেতাসহ সবাইকে শান্ত থাকার এবং উস্কানিমূলক মন্তব্য করা থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জী। সীমান্তবর্তী রাজ্যের শান্তি যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই এই আহ্বান।

বিধানসভায় তার বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা হচ্ছে, তা দুঃখজনক।

একইসঙ্গে সমস্ত বিধায়কের উদ্দেশে বলেছেন, কেউ উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেবেন না।

তার কথায়, হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিস্টানরা দাঙ্গা শুরু করে না। সমাজ বিরোধীরা দাঙ্গা শুরু করে। আমাদের এমন কোনো মন্তব্য করা উচিত নয় যাতে বাংলায় খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়। আমি খুশি যে এখানকার হিন্দু এবং সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ই বাংলাদেশে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। এটা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ স্বভাবের পরিচয় দেয়।

সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি জানান, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠেছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তাদের নিষেধ করেছি। অনেকে এটাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন। তারা আরেকটা দাঙ্গা শুরু করবে।

আসাদ সরকার হটানোর মাস্টারমাইন্ড, কে এই জুলানি

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারের পতন হয়েছে বলে জানিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)।

মাত্র তিন দিনের ভেতর প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের অনুগত সরকারি বাহিনীর অত্যাশ্চর্য পতন ঘটে। এরপর সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পো দখল করে বিদ্রোহী যোদ্ধারা। এই গোষ্ঠীটির প্রধান আবু মোহাম্মদ আল-জুলানি। যাকে বাশার আল-আসাদ সরকার পতনের মাস্টারমাইন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সিরিয়ায় ২০১১ সালে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ রাশিয়া ও ইরানের সহায়তায় গত কয়েক বছরে বেশ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা ঝড়ের গতিতে তছনছ হয়ে গেল।

গত সোমবার রাশিয়ার হামলায় আল-জুলানি নিহত হয়েছেন বলে একটি খবর অনলাইনে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বোঝা যায়, সেটি ছিল মিথ্যা খবর প্রচার করে আন্দোলন দমানোর একটি কৌশল।

কে এই আবু মোহাম্মদ আল-জুলানি?

আবু মোহাম্মদ আল-জুলানির আসল নাম আহমেদ হুসাইন আল-শারা। ১৯৮২ সালে তিনি সৌদি আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন পেট্রোলিয়াম প্রকৌশলী। ১৯৮৯ সালে তার পরিবার সিরিয়ায় ফিরে এসে দামেস্কের অদূরে বসতি স্থাপন করে।

এরপর জুলানি কী করতেন, তা জানা যায়নি। ২০০৩ সালে সিরিয়া থেকে ইরাকে এসে তিনি আল-কায়েদায় যোগ দেন। ওই বছরই যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হামলা চালায়। তিনি সেখানে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। ২০০৬ সালে জুলানিকে গ্রেপ্তার করে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ছাড়া পান। এরপর তার নেতৃত্বে সিরিয়ায় আল-কায়েদার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আল-নুসরা ফ্রন্ট নামে পরিচিত।

প্রথম দিকের কয়েক বছর জুলানি জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) আবু বকর আল-বাগদাদির সঙ্গে কাজ করেন। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে বাগদাদি আকস্মিকভাবে আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন। এরপর জুলানি সিরিয়ায় নিজেদের তৎপরতা বৃদ্ধিতে কাজ শুরু করেন।

২০১৬ সালের জুলাইয়ে বাশার সরকার আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ নেয়। তখন বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো ইদলিবের দিকে চলে যায়। ওই সময়টাতে জুলানি আল-নুসরা ফ্রন্টের নাম পরিবর্তন করে জাভাত ফাতেহ আল-শাম রাখেন। পরে বিদ্রোহীদের ছোট ছোট অনেক গোষ্ঠী ও নিজের জাভাত ফাতেহ আল-শাম নিয়ে এইচটিএস গঠন করেন জুলানি।

এইচটিএস ২০১৭ সালে সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে তারা দেশটির ইদলিবে প্রশাসন পরিচালনা শুরু করে। তবে অধিকারকর্মী, সংবাদ প্রতিবেদন ও স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের মতে,সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্ট কঠোর হাতে শাসন করে, বিরোধীদের সহ্য করে না।

গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত আরও ৫০

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলি বর্বর হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজারে পৌঁছেছে। গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন আরও লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি।

সোমবার (৯ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা আনাদোলু।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের চলমান হামলায় কমপক্ষে আরও ৫০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৪ হাজার ৭৫৮ জনে পৌঁছেছে বলে সোমবার অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিরলস এই হামলায় আরও অন্তত এক লাখ ৬ হাজার ১৩৪ জন ব্যক্তিও আহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি বাহিনীর অব্যাহত আগ্রাসনে ৫০ জন নিহত এবং আরও ৮৪ জন আহত হয়েছেন। অনেক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন; কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকাজুড়ে ধ্বংস

হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরাইল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এছাড়া ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

মূলত ইসরাইলি আক্রমণ গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘের মতে, ইসরাইলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

সিরীয়দের স্বদেশে ফেরা নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এরদোগান

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : তুরস্কে বসবাসরত লাখ লাখ সিরীয় শরণার্থীদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে ইয়াইলাদাগি সীমান্ত গেট খুলে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান।

সিরিয়ার বিদ্রোহীদের দামেস্ক দখলের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের আকস্মিক ক্ষমতাচ্যুতির একদিন পর সোমবার (৯ ডিসেম্বর) এই ঘোষণা দেন তিনি। খবর রয়টার্সের।

রোববার সিরিয়ার বিদ্রোহী বাহিনী দেশটির রাজধানী দামেস্ক দখলের মাধ্যমে সিরিয়ার ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধ এবং আসাদ পরিবারের ছয় দশকের স্বৈরশাসনের অবসান হয়। বাশার আল-আসাদ এখন দেশ থেকে পালিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আসাদের পতনকে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বড় মোড় ঘুরানো ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সোমবার আঙ্কারায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এরদোয়ান বলেন, আমরা ইয়াইলাদাগি সীমান্ত গেট খুলছি যাতে কোনো ভিড় তৈরি না হয় এবং চলাচল সহজ হয়। সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থিত ইয়াইলাদাগি ক্রসিং ২০১৩ সাল থেকে সীমান্তের কাছে যুদ্ধের কারণে বন্ধ ছিল।

তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা শরণার্থীদের স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়াটি আমরা এতদিন তাদের যেভাবে রেখেছি তার সঙ্গে মিল রেখে করব।

এর আগে সোমবার তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান জানান, তুরস্কে বসবাসরত সিরীয় শরণার্থীদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের জন্য কাজ করবে তার দেশ।

পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য তুরস্কে প্রায় ৩০ লাখ সিরীয় শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ২০১১ সালে শুরু হওয়া সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা সিরীয়দের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল এই দেশটি।

স্বাস্থ্য এবং সময়ের সদ্ব্যবহারে উদাসীনতা মানুষের জীবনে ক্ষতির বড় কারণ

রাসুল (সাঃ) বলেছেন: "দুটি নেয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ দুটো হচ্ছে, "স্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।" এই হাদীসের মূল বার্তা হলো, স্বাস্থ্য এবং সময় দুটি অমূল্য সম্পদ । যারা এ দুটোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, তারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করতে পারে। কিন্তু আমরা সাধারণত এই দুটো নেয়ামতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনা, যতক্ষণ না আমরা স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলি, আমাদের মূল্যবান সময় ফুরিয়ে যায় ।

হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। তিনি ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় বক্তব্য উপস্থাপন করছিলেন।

তিনি বলেন, কয়েকদিন আগে মসজিদে এক সিনিয়র ভাইয়ের সাথে আলাপকালে আমরা লক্ষ্য করলাম কত দ্রুত দিন, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে, সুবহানাল্লাহ । মনে হচ্ছে এইতো সেদিন আমরা ২০২৩ সালের শীতকালীন কর্মসুচি নিয়ে বৈঠকে বসেছিলাম; আর এখন আবারো ২০২৪ সালের পরিকল্পনা পেরিয়ে, ২০২৫ সালের রমাদানের পরিকল্পনা নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা ও ভাবনা চলছে। সত্যিই সময় যেন পাখির ডানার মতো উড়ে যাচ্ছে । এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি হাদীস স্মরণ হলো, যেখানে তিনি বলেছেন: "কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ না সময় খুব দ্রুত চলে যাবে; তখন এক বছর মনে হবে এক মাসের মত, এক মাস এক সপ্তাহের মত, এক সপ্তাহ একদিনের মত, এক দিন এক ঘন্টার মত এবং এক ঘন্টা আগুনের শিখার মত দ্রুত কেটে যাবে।"

এই হাদীস আমাদের দেখায় যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সময়ের গতি মানুষের অনুভূতিতে খুব দ্রুত হয়ে উঠবে । বিশেষ করে মানুষ যখন উদাসীনতায় সময় পার করবে, তখন সময়ের এই গতিবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর অফুরন্ত নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। কিন্তু সময়ের নেয়ামত তুলনাহীন। যদি কোনো মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয়- এক সপ্তাহের সীমাহীন ভোগবিলাস নিতে চাও, নাকি একদিন অতিরিক্ত বেঁচে থাকতে চাও? আল্লাহর শপথ, অধিকাংশ মানুষ অতিরিক্ত একদিন বেঁচে থাকার সুযোগটাই নিতে চাইতো । কেন? কারণ সময়ই সবকিছু। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ যখন অনুশোচনাকারী লোকদের কথা উল্লেখ করেন, যারা মৃত্যুর পর এ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায়, তারা বলে:

"যখন এদের কারো মৃত্যু হাজির হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি যা ফেলে এসেছি (অর্থাৎ যা করতে পারিনি) তা পূরণ করে কিছু সৎকর্ম করতে পারি।'(সুরা মুমিনূন ৯৯-১০০)। এছাড়াও অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, যারা ফিরে আসতে চায় সামান্য দান-সদকা করার জন্য:

"আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি মৃত্যুর আগেই তা থেকে ব্যয় করো । অন্যথায় তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মৃত্যুর দুয়ারে হাজির হবে তখন বলবে: 'হে আমার প্রতিপালক, আরো একটু সময় বাড়িয়ে দাও, আমি সদকা করব এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব ।'(সুরা মুনাফিকুন-১০)

ইমাম আনিসুল হক এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আমরা যদি এগুলোর গভীরে প্রবেশ করি, তাহলে দেখব মানুষ আসলে সময় চাইছে যাতে আরও ভালো কাজ করতে পারে । আরও দান করতে পারে, আরও ইবাদাত করতে পারে । যারা বয়স্ক বাবা-মা বা দাদা-দাদির সাথে থাকেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন অনেকেই বলছেন, "অহ! যদি সময়কে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, আমি অমুক কাজটা করতাম।" এটি হলো সত্য অনুশোচনা।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন: "দুটি নেয়ামতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হয়: স্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।"

এই হাদীসের মূল বার্তা হলো, স্বাস্থ্য ও সময় দুটি অমূল্য সম্পদ । যারা এ দুটোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, তারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করতে পারে । কিন্তু আমরা সাধারণত এই দুটো নেয়ামতের মূল্য উপলব্ধি করতে পারিনা, যতক্ষণ না আমরা স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলি, আমাদের মূল্যবান সময় ফুরিয়ে যায় ।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনুল কাইয়ূম (রহঃ) বলেছেন: "সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন । কারণ সময় নষ্টকারি মানুষ আল্লাহ থেকে এবং পরকালের সফলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অন্যদিকে মৃত্যু কেবল দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।"

আল্লাহু আকবার! কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বারবার সময়ের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে শপথ করেছেন। যেমন: সূর্য, চন্দ্র, দিন, ইত্যাদি । তাফসীরবিদদের মতে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সামান্য বিষয়ে শপথ করেন না; তিনি মহৎ বিষয়েই শপথ করেন । সময়ের প্রতি আল্লাহর শপথ আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য বুঝতে সহযোগিতা করে ।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল করেছেন যা 'সময়' দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। সূরা আল 'আসর । অর্থাৎ সময় । এটি খুবই ছোট্ট, অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সূরা । ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেছেন: "যদি মানুষ এই সূরাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করত, তবে তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট হত।" তিনি আরও বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা যদি কোনো দলিল হিসেবে শুধু এই সূরাটিই নাজিল করতেন, তাহলেও মানুষকে জবাবদিহির জন্য যথেষ্ট হত।"

তিনি আরো বলেন, সাহাবীরা একত্রে মিলিত হলে একজন অন্যজনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সূরা আল-আসর পাঠ করতেন, যাতে একে অপরকে সময়ের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন । কেন তারা এটি করতেন? তারা তা করতেন একে অপরকে বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যে, সময় কখনো কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন: "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজেকে পর্যালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে । আর অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজ প্রবৃত্তি (চাওয়া-পাওয়া) অনুসরণ করে এবং তারপর আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করে (কোনো ভিত্তি ছাড়া)।"

মর্যাদাপূর্ণ জুমার দিনে সাহাবীদের সুন্নাহ অনুসরণ করে আমাদেরও উচিত সূরা আল-আসর তেলাওয়াত করা, এর মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা করা, যাতে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটবর্তী হতে পারি- ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আসরে বলেন: "ওয়াল আসর । অর্থাৎ সময়ের শপথ। আরবী ভাষায় 'আসর' শব্দটি 'আছারা, ইয়াছিরু' ক্রিয়া থেকে এসেছে, যার অর্থ নিংড়ে বের করা । ফলে সময়ও মানুষকে নিংড়ে ধরে, চেপে ধরে, যতক্ষণ না সে অনুভব করে যে, সময়-সুযোগ দুটোই ফুরিয়ে আসছে । এই শপথের পর আল্লাহ তাআলা বলেন: ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসর । নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। লোকসানের মধ্যে আছে।

সুবহানাল্লাহ! সৃষ্টিকর্তার এমন কথা শুনে আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হওয়া উচিত। এই ক্ষতির অর্থ কী? সব ধরণের ক্ষতি সম্পদের ক্ষতি, স্বাস্থ্যের ক্ষতি, প্রিয়জনের ক্ষতি। আল্লাহ বলেছেন: "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষধা, সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি এবং ফল-ফসলের ঘাটতির মাধ্যমে।"

কিছু দিন আগে ২২ বছরের এক যুবককে আমি দেখতে গেলাম, যিনি ছিলেন একজন কুরআনে হাফিজ। তিনি একটি পার্কে হাঁটার সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্তেকাল করলেন (আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতে সমাসীন করেন) । এটি একটি কঠিন বাস্তবতা 'সময়' আমাদের বয়স দেখে না, মর্যাদা দেখে না। মৃত্যু এসে গেলে আর এক মুহূর্তের অবকাশও দেয় না।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এভাবে ক্ষতির কথা জানিয়েই শেষ করেননি। মানুষের মনে যেন হতাশা না ভর করে, তাই সুরা আছরের পরবর্তী আয়াতে আমাদের জন্য পথ দেখিয়েছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ইল্লাল লাজিনা আ-মানু, ওয়ামিলুস সওয়ালিহাতি, ওতাওয়াসাউ ফিল হাক্কি, ওতাওয়াসাউ বিসাবরী। অর্থ্যাৎ, অব্যাহত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে কেবল তারাই, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যবাদিতার উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"

সুবহানাল্লাহ! এখানেই আমাদের আশার আলো। এই চারটি পদক্ষেপ সময়ের চাপে ক্ষতি থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

প্রথমত: ঈমান। যদি তোমার কাছে দুনিয়ার সকল সম্পদ থাকে, কিন্তু ঈমান না থাকে, তবে কিয়ামতের দিন সবকিছু মূল্যহীন হয়ে পড়েব ।

নবী (সা.) বলেছেন: (একটি কথা শুনে) "আনন্দিত হও এবং মানুষকে আনন্দ দাও। যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সত্যিকার অর্থে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

দ্বিতীয়ত: সৎকর্ম। ঈমান কেবল মুখের কথা নয়, কাজেও প্রকাশ পায়। পবিত্র কুরআনে দেখা যায়, ঈমানের পরে সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয় । ঈমান বাড়ে ইবাদতের মাধ্যমে, আর কমে পাপের কাজের মাধ্যমে । তাই আমাদের কাজের মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত করতে হবে।

তৃতীয়ত: সত্যবাদিতার উপদেশ । আমরা একা নই; আমরা একটি সম্প্রদায় । আমাদের উচিত একে অপরকে সত্যের পথে ডাকতে, সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে এবং অসত্য থেকে বিরত রাখতে। এটি শুধু ইমাম বা আলেমদের কাজ নয়, প্রত্যেক মুমিন-নর-নারীর দায়িত্ব।

চতুর্থত: ধৈর্যের উপদেশ। ইবাদতে ধৈর্য, হারাম থেকে বিরত থাকতে ধৈর্য এবং বিপদে ধৈর্য এ তিন প্রকারের ধৈর্যের গুণ অর্জন করতে হবে। ফজরের নামাজে শীতের সকালে জাগা ধৈর্যের কাজ । হারাম বিষয় থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া ধৈর্যের কাজ। অসুস্থ হলে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। এই ধৈর্যের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়ার কঠিন পথ পাড়ি দিতে পারি।

এই দুনিয়া কঠিন, সংক্ষিপ্ত, এবং পরকালের তুলনায় নগণ্য। নবী (সাঃ) বলেছেন: "দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা এমন, যেন কেউ সমুদ্রে আঙুল ডুবিয়ে তুলে দেখে হাতে কী লাগে! (অর্থাৎ খুবই নগণ্য)।"

আল্লাহ, তুমি আমাদের দুনিয়াকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য বানিও না, এবং আমাদেরকে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দাও। আমীন।

শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক
ইমাম, ইস্ট লন্ডন মসজিদ

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৩	৬:১৩	৭:৫৫	১২:০০	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
শনিবার	১৪	৬:১৪	৭:৫৬	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
রবিবার	১৫	৬:১৫	৭:৫৭	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
সোমবার	১৬	৬:১৭	৭:৫৮	১২:০১	২:০৭	৩:৫৫	৫:৩২
মঙ্গলবার	১৭	৬:১৮	৭:৫৯	১২:০২	২:০৭	৩:৫৫	৫:৩২
বুধবার	১৮	৬:১৮	৭:৫৯	১২:০২	২:০৭	৩:৫৬	৫:৩৩
বৃহস্পতিবার	১৯	৬:১৯	৮:০০	১২:০৩	২:০৭	৩:৫৬	৫:৩৩

ইসকনের উসকানি ও স্বৈরাচারের খায়েশ

শরিফুল ইসলাম

বাংলাদেশে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর সহিংসতার যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো কখনো কমে আবার কখনো বেড়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হন রাজ নীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এখানে রাজনৈতিক পরিচয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে, অন্য কোনো পরিচয় নয়। কে ধনী, কে গরিব, কে শিক্ষিত, কে মূর্খ অথবা কার কী ধর্ম পরিচয় সেসব কারো বিবেচনায় থাকে না। বিবেচনায় থাকে কেবলই রাজ নৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়। ক্ষমতার পটপরিবর্তনে একটি দলের জন্য অনুকূল পরিবেশ হলে অন্য একটি দল হয়তো বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে। এভাবেই দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির মাঝে সাম্প্রদায়িকতা টেনে আনা হয়েছেন। এটি করা হয়েছে গভীর দুরভিসন্ধির অংশ হিসেবে। রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা এনে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা অতীতে কিছুটা কম থাকলেও বর্তমানে তা অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর এবার হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সাথে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জেরে দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নজিরবিহীন প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, ঢাকার শাহবাগসহ অন্যান্য শহরের রাস্তা অবরোধ, ঢাকা ঘেরাওয়ের ঘোষণা, প্রতিবেশী ভারতের কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ, দেশটির মিডিয়ার অব্যাহত অপপ্রচার, ইসকন নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বাধানোর অপপ্রয়াসে চট্টগ্রামে ইসকন ও হিন্দু জোটের নেতাকর্মীদের হাতে আইনজীবীকে অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে প্রকাশ্যে খুন, ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা, ভাঙচুর এবং জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগ, বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনার দেশে ফিরে ক্ষমতার মসনদে বসার যে খায়েশ তাতেও দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ।

সেই সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলোর উসকানির ফাঁদে পা না দিয়ে দেশের শান্তিপ্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে ধৈর্য, উদারতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির পথ পরিহার করেছে, তাও বিবেকবান মানুষের নিকট প্রশংসিত হয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতন ও স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ায় শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে ভারত। ২০১৮ সালের ৩০ মে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ভারতকে যা দিয়েছি তা ভারত সারাজীবন মনে রাখবে। বস্তুত গত প্রায় ১৬ বছরে স্বাধীন বাংলাদেশের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোজগতে ভারত যে নগ্ন আধিপত্য বিস্তার করেছিল শেখ হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে, তারও পতনের শুভ সূচনা হয়েছে; যে কারণে শেখ হাসিনার পতনের পর ভারত ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে বরাবরই বৈরী সম্পর্কের পরিচয় দিয়ে আসছে।

৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর দেশে যে বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হয়েছে তা হয়েছে নিছক রাজনৈতিক কারণে। যারা আওয়ামী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, গত প্রায় ১৬ বছরে দেশের মানুষের ওপর চরম অত্যাচার, নির্যতন-নিপীড়ন চালিয়েছে, তাদের উপরেই নির্যাতিত মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যার মধ্যে অর্থগত, ধর্মগত কিংবা গোষ্ঠীগত কোন বিভেদ ছিল না। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এটিকে রাজনৈতিকভাবে না দেখে সম্প্রদায়গতভাবে নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে আন্দোলন করেছে তা রীতিমতো উস্কানিমূলক।

এসব আন্দোলনে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে হিন্দুত্ববাদী উগ্র সংগঠন ইসকনও ছিল খুব তৎপর। তারা পান থেকে চুন খসলেই সেখানে এমনভাবে আন্দোলন করেছে যা অতীতে কখনোই দেখা যায়নি। এমনকি গত আগস্ট মাসে চট্টগ্রামের সনাতনী জাগরণ মঞ্চের সমাবেশকে কেন্দ্র করে নিউমার্কেট এলাকায় বাংলাদেশের পতাকার উপরে গেরুয়া পতাকা ওড়ানো হয়। এ সম্পর্কিত মামলায় ইসকনের নেতা চিন্ময় দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। চিন্ময়ের গ্রেফতারের পর ইসকন ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের হামলায় চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যা করা হয়। এই জঘন্য হত্যাকা-ের মধ্য দিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ কারো গোপন চক্রান্তের ফাঁদে পা না দিয়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজ ায় রেখেছে।

ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস গ্রেফতারের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিক্রিয়া ছিল রীতিমতো কূটনৈতিক শিষ্টাচারপরিপন্থী। চিন্ময় দাস বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি কোনো অন্যায় করলে দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে সেটাই স্বাভাবিক। ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কেউ অপরাধের বিচার থেকে মাফ পেতে পারেন না। চিন্ময়ের মুক্তি চেয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি যে কোন অর্থেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। আ মাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথার্থই বলেছে, চিন্ময় দাস গ্রেফতারে দিল্লির বিবৃতি বন্ধুত্ব ও বোঝাপোড়ার চেতনার পরিপন্থী।

চিন্ময় দাসের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সংঘর্ষ সমিতির হামলা, ভাঙচুর ও পতাকায় অগ্নিসংযোগ ভারতের মানুষের চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এটি ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে ন্যক্কারজনক ঘটনা হয়ে থাকল। এ ঘটনা ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৬১ এর চরম লঙ্ঘন, যার দায়ভার অবশ্যই ভারত সরকারকে নিতে হবে।

শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে কথিত হিন্দু নির্যাতনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মিডিয়া লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লেগেছে। অথচ হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ভয়েস অব আমেরিকার সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে সংখ্যালঘুরা আগের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা পাচ্ছেন। জরিপে দেখা যায়, ৬৪.১ শতাংশ মানুষ মনে করেন, আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকার ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বেশি নিরাপত্তা দিচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার ছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই ভারত একের পর এক তার মনোবাসনা পূরণ করে যাচ্ছিল। জ াতীয় নিরাপত্তাব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভারতকে করিডোর প্রদান, সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের অনুমতি, দেশের প্রভাবশালী রাজ নৈতিক নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলা দিয়ে অন্যায়ভাবে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা এবং নানাবিধ জাতীয় গোপন চুক্তি স্বাক্ষর- এ সবই করা হয়েছে ভারতের একক স্বার্থে ও বাংলাদেশকে দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে।

ভবিষ্যতে রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের অবস্থান কেমন হবে তা সময়ই বলে দেবে। কিন্তু ফ্যাসিবাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবারো পুনর্বাসন করতে ভারত যে মরিয়া হয়ে উঠেছে তা স্পষ্ট। যে কারণে শেখ হাসিনা এখনো দেশে ফিরতে চান, ড. ইউনূসের সরকারকে নানারকম হুমকি প্রদান করেন। চব্বিশের গণহত্যার হুকুমদাতা শেখ হাসিনার ক্ষমতার মসনদে বসার খায়েশ পূরণে অন্যতম নেয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছে তাকে আশ্রয় দেয়া দেশটি।

বাংলাদেশের মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা বিতাড়িত শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে জায়গা দিয়ে আবারও ভারতের কাছে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়ার সুযোগ দেবে কি না।

ভারতকে তার বাংলাদেশ নীতি বদলাতে হবে

মাহমুদুর রহমান মান্না

ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। স্বৈরাচার সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। এই বিজয়ের ওপর দাঁড়িয়ে জনগণ নতুন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে। আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসর কয়েকটি রাজনৈতিক দল বাদে স্বৈরাচার হাসিনার বিরুদ্ধে সাড়ে ১৫ বছরে ধরে লাগাতার আন্দোলনে থাকা দেশের সব রাজনৈতিক দল এবং জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকে এতটা ঐক্যবদ্ধ আর কখনো হতে দেখা যায়নি। দু-একটি বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও জুলাই অভ্যুত্থানের সব শক্তি এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর আস্থা রেখেছে, সর্বাত্মকভাবে তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে ব্যতিক্রম আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসররা। শুরু থেকেই তারা সরকার ও দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য দেশে-বিদেশে নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

৫ আগস্ট স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হচ্ছে বলে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার ফাঁস হওয়া কিছু ফোনকল থেকে বোঝা যায়, প্রকাশ্যে না এলেও তিনি ভারতে বসে এই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন জোগাচ্ছেন। শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত নতুন সরকারকে স্বাগত জানায় এবং সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় গণমাধ্যম এবং ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা আওয়ামী প্রোপাগান্ডায় সায় দেয়। পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ইস্যুতে একই সুরে কথা বলতে শুরু করে, যা দেশের জনগণের মধ্যে আওয়ামী বিরোধিতার পাশাপাশি ভারত বিদ্বেষের জন্ম দিচ্ছে।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ মনে করে, ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারবিরোধী মতকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী, এমপি এবং আওয়ামী লীগের নেতারা নিজে রাই বিভিন্ন সময়ে তাদের বক্তব্যে স্বীকার করেছেন, ভারতের সহযোগিতায় ২০১৪ সালের পর থেকে অবৈধভাবে আ ওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে ছিল। পতনের পর শেখ হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে থেকে প্রথম চার মাস প্রকাশ্যে না এলেও গত ৩ ডিসেম্বর একটি সভায় ভার্চুয়ালি অংশ নেন এবং ৮ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের একটি জনসভায় অংশ নেবেন বলে জানা যাচ্ছে। প্রকাশ্যে এসে প্রথম বক্তব্যেই তিনি আওয়ামী লীগ এবং ভারতীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর কাজটি করলেন। ভয়ংকর ব্যাপার হলো, শেখ হাসিনা সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রোপাগান্ডাকে গণহত্যা হিসাবে অভিহিত করেছেন। বোঝা যাচ্ছে, তিনি এই কাজটি চালিয়ে যাবেন।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার পর স্বাগত জানালেও ভারতের সঙ্গে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। ভারতের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, শেখ হাসিনার ক্ষমতা হারানোর বিষয়টি তারা স্বাভাবিকভাবে মানতে পারছে না। ভারত এটাকে নিজেদের পরাজয় বলে মনে করছে। সম্প্রতি বহিষ্কৃত ইসকন নেতা ও সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে আটকের পর সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে। ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশ মিশনে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হামলা, ভাঙচুর এবং বাংলাদেশের জ াতীয় পতাকার অবমাননা দুই দেশের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিয়েছে।

এর আগে কলকাতায় সহকারী হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ ও হামলার চেষ্টা করেছিল একদল উগ্রবাদী ভারতীয়। আ গরতলায় বাংলাদেশ মিশনে হামলার আগে সেখানেও কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ চলছিল। এরপরও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করেছে, ভারত সরকার (ত্রিপুরার রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার) ন্যক্কারজনক এ হামলার ঘটনা ঘটতে দিয়েছে। যদিও আগরতলায় হামলার পর ভারত দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং নিরাপত্তাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শেখ হাসিনা দিল্লিতে বসে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার বিরোধীদের তালিকা করে ধরে ধরে শায়েস্তা করার হুমকি দিয়েছেন। সর্বশেষ নিউইয়র্কের সভায় ভার্চুয়াল ভাষণে বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের পরিকল্পনাতেই গণহত্যা হয়েছে; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এখনো গণহত্যা চলছে। আশ্রয় দেওয়ার পর ভারত এখন নির্বিঘ্নে শেখ হাসিনাকে এসব কথা বলতে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আ রও খেপিয়ে তুলছে।

ইতোমধ্যে ড. ইউনুসের সরকারের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে। বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় গণমাধ্যম বা বলতে গেলে ভারত সরকার এবং প্রায় সব রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং সর্বশেষ শেখ হাসিনার প্রোপাগান্ডা আন্তজ াতিক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে তারা কিছুটা সফলও হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার কি এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে? ৮ ডিসেম্বর ব্রিটেনে আয়োজিত জনসভায় শেখ হাসিনার ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখার কথা শোনা যাচ্ছে। একই সময়ে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে অন্তর্বর্তী সরকারকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে ডেকে কথা বলেছেন। সঠিক তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি সত্যিকারের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। বোঝা যচ্ছে, সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র একদিকে বলছেন, শেখ হাসিনা কীভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছেন, সে ব্যাপারে ভারত জানে; অন্যদিকে বলছেন, তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এখনো আসেনি। প্রশ্ন আসে, তাহলে সরকার আসলে পরিস্থিতিকে কীভাবে মূল্যায়ন করছে?

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ছাত্র প্রতিনিধি, স্বৈরাচারবিরোধী লড়াইয়ে থাকা সব রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বসেছিলেন এবং সেখান থেকে জাতীয় ঐক্যের ডাক এসেছে। বোঝা যাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকলেও দেশের স্বার্থে, দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, দেশের বিরুদ্ধে চলমান ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এখনো বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু সর্বাত্মকভাবে সফল হতে হলে সরকারকেই মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলাদেশে কখনো কোনো সরকার এত ব্যাপক সমর্থন পায়নি। এবারই প্রথম সরকারের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সব রাজনৈতিক শক্তি (আওয়ামী লীগ এবং তার দোসররা বাদে), ছাত্রসমাজ এবং অন্যসব অংশীজন এই সরকারকে নিজেদের সরকার মনে করে। জনগণও বিশ্বাস করে, এই সরকারের কর্মকাণ্ডে তাদের আশা-আকাক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। আর এ কারণেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হওয়া যাবে না। তাই জনগণের প্রত্যাশা, আওয়ামী লীগ, ভারতীয় গণমাধ্যম (প্রকারান্তরে ভারত) এবং সর্বশেষ স্বয়ং শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, সেই চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ভারত নিজেকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণ তাকে বন্ধুহীন করেছে। শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসন টিকিয়ে রাখা এবং তার কর্মকাণ্ডে অন্ধ সমর্থনের পাশাপাশি পতনের পর তাকে আশ্রয় দেওয়া ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আমরা প্রতিবেশী ভারত কিংবা অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গেই সমতার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক চাই। আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসাবে নিজে দের প্রতিষ্ঠা করতে ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্যবাদ পরিহার করতে হবে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ভারতকে তার বিদেশনীতি, বিশেষ করে বাংলাদেশ নীতি বদলাতে হবে।

মাহমুদুর রহমান মান্না : সভাপতি, নাগরিক ঐক্য

বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইশরাক হোসেন

মাইনাস টু-এর দুরভিসন্ধি করে লাভ হবে না

বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেন বলেছেন, মাইনাস টু-এর দুরভিসন্ধি করে কোনো লাভ হবে না। বাংলাদেশের সচেতন জনতা এমন অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আর কাউকেই যেতে দেবে না। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টের গণহত্যার প্রধান নির্দেশদাতা শেখ হাসিনা কীভাবে, কার সহায়তায় দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন, সেই প্রশ্ন আমাদের তুলতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মূল দায়িত্ব দুটি। গণহত্যাকারীদের বিচার নিশ্চিত করা ও নির্বাচিত সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। গতকাল দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রশ্ন : বর্তমান সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কী?

উত্তর : অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে ধ্বংসস্তূপরূপে পেয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যাশাও ছিল অনেক। এসব প্রত্যাশার আংশিক পূরণ হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় তারা আরও ভালো করতে পারত। যেমন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ এবং যেসব ষড়যন্ত্র চলছে সেগুলো আরও ভালোভাবে প্রতিহত করা উচিত ছিল। যারা গণহত্যা চালিয়েছে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলে ভালো হতো। দেশের মধ্যে যারা এখনো আত্মগোপনে রয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে সরকার আরও কঠোর হতে পারত। বর্তমান সরকারের মূল দায়িত্ব এখন দুটি। গণহত্যাকারীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। এতে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে। এজন্য নির্বাচনি রোডম্যাপ জনগণের সামনে খোলাসা করতে হবে। এতে দেশ নির্বাচনি আমেজের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

প্রশ্ন : নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণার বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : সরকার কিন্তু একপ্রকার নির্বাচনি রোডম্যাপ দিয়েই দিয়েছে। সরকার বলেছে, তিন মাসের মধ্যে ১০টি সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট জমা হবে। সেই হিসেবে ডিসেম্বরে তিন মাস শেষ হবে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর ড. ইউনূস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসবেন। এটাও তো একটা টাইমফ্রেম।

প্রশ্ন : শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের দাবি উঠছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর : শেখ হাসিনা তো একজন অপরাধী। পালিয়ে যখন গিয়েছেন এখন তাঁকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার প্রচেষ্টা অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হবে। অথবা আগামীতে যে নির্বাচিত সরকার আসবে তাদের সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এতগুলো খুন করে কেউ পালিয়ে যাবে, এটা হতে পরে না।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিক রাজনীতিতে খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানকে নিয়ে 'মাইনাস টু' প্রসঙ্গ বেশ আলোচিত। এ প্রসঙ্গে আপনি কী বলবেন?

উত্তর : ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশে বলতে চাই, বাংলাদেশ যদি হাসিনার মতো স্বৈরাচারকে তাড়িয়ে দিতে পারে তাহলে বিরাজনীতিকীকরণের মধ্য দিয়ে দেশকে অগণতান্ত্রিক পন্থায় নিয়ে যাবে এমন দুরভিসন্ধি করে লাভ নাই। বাংলাদেশের মানুষ এখন অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা এই লড়াই করেছি- যার চূড়ান্ত ফলাফল আমরা জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের মধ্যে পেয়েছি।

প্রশ্ন : আগামী সংসদ নির্বাচনের জন্য আপনি কতটা প্রস্তুত?

উত্তর : আমি সব সময়ই প্রস্তুত। বিএনপি একটি নির্বাচনকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। আমরা নির্বাচনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। এক সপ্তাহের নোটিসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আমাদের জন্য কঠিন বিষয় নয়।

প্রশ্ন : আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না, এমন দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

উত্তর : এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, জুলাই-আগস্টের গণহত্যার সঙ্গে আওয়ামী লীগের যেসব নেতা জড়িত ছিলেন তাঁদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমে তাঁদের বিচার হতে হবে, শাস্তি কার্যকর করতে হবে এবং দল হিসেবে আওয়ামী লীগ অভিযুক্ত কি না, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন কী বলে যেমন হিটলার ও মুসোলিনির পার্টির সঙ্গে কী হয়েছে, সেই প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অন্তত শুনানি হতে হবে। তারপর আদালতই রায় দেবেন আওয়ামী লীগ নির্বাচন করার যোগ্য কিনা।

প্রশ্ন : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলছেন, আগামী সংসদ নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। আপনার মতে এই চ্যালেঞ্জটা কী?

উত্তর : চ্যালেঞ্জিং এই কারণে যে জনগণ এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। বিএনপির প্রতি জনগণের যে আস্থা আছে, সেটা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ আছে। কারণ বাংলাদেশের এমন কোনো গ্রাম নাই যেখানে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রীয়ভাবে অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। দলের বাইরে থেকেও বিভিন্ন অপশক্তি দলের ভিতর ঢুকে দলের দুর্নাম করার চেষ্টা করে থাকে। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বারবার চ্যালেঞ্জের বিষয়টি তুলে ধরছেন এবং আমাদের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা এবং বার্তা দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : ৫ আগস্টের পর বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের বিরুদ্ধে দখল-বাণিজ্যসহ অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

উত্তর : বিভিন্নভাবে কিছু চাঁদাবাজি কম অথবা বেশি বাংলাদেশে সব আমলেই ছিল। গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ চাঁদাবাজির বিষয়টিকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। পেশিশক্তির ব্যবহার করে তারা একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে। পুরো সিস্টেমটাকে নষ্ট করে ফেলেছে। ৫ আগস্ট যখন আওয়ামী লীগ হঠাৎ করে হারিয়ে গেল, তখন সেখানে একটা শূন্যতা তৈরি হয়। এই সুযোগে অনেকেই ঢুকে পড়ে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের চেয়ে এখানে সিস্টেমটাই বেশি দায়ী। আগামী সরকারগুলোকে বাজার, পরিবহন এমন আরও যেসব চাঁদাবাজির ক্ষেত্র রয়েছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন: শফিকুল ইসলাম সোহাগ ও শরিফুল ইসলাম সীমান্ত

'স্বল্পকালীন' অন্তর্বর্তী সরকার কত মাস পর নির্বাচন দেবে?

সোহরাব হাসান

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কত দিন, সে কথা আইনে লেখা নেই। উপদেষ্টা পরিষদ এ-সংক্রান্ত যে অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত করেছে তাতে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার দিন পর্যন্ত। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের মতামত নিয়ে ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা কতজন হবেন, তা অধ্যাদেশের খসড়ায় সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। বলা হয়েছে, একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা যতজন নির্ধারণ করবেন, ততজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি স্বনামধন্য এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এতে আরও বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা পদে থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ও কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে সম্মত না হন। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৪ জন সদস্য আছেন।

সেদিক থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, বর্তমান সরকারের কোনো উপদেষ্টা পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। যদিও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যে ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের একাংশ নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জাতীয় নাগরিক কমিটি তাঁদের কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করছে। কমিটির একজন নেতা জানিয়েছেন, নাগরিক কমিটি একটি প্ল্যাটফর্ম হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে যারাই তাদের নীতি আদর্শ মানবেন, তাঁরা যুক্ত হতে পারবেন।

বাংলাদেশে এবারই প্রথম অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়নি। ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ছিল তিন মাসের মতো। যদিও ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বিএনপির নেতা ও ৫ম জাতীয় সংসদের স্পিকার আবদুর রহমান বিশ্বাস।

বাংলাদেশে সব সরকারই জাতীয়। কোনো বিজাতীয় সরকার এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় এসেছে বলে আমাদের জানা নেই। অতীতে সেনাবাহিনী বন্দুকের জোরে ক্ষমতা নিয়েও বলেছে, এটা জাতীয় সরকার। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিজের পছন্দসই দলকে জাতীয় সরকার বলে দাবি করে। কিন্তু তারা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৯৬ সালে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করে বিদায় নেয়।

কিন্তু গোল বাঁধে ২০০৬-০৭ সালে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে। আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন সব বিরোধী দল সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের বিষয়ে আপত্তি জানালে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বাকি পাঁচ বিকল্পে না গিয়ে নিজেই তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হন। এরপর ১ / ১১-এর পালাবদলে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার দুই বছর ক্ষমতায় থাকে। তারা ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

প্রশ্ন উঠেছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার কত দিন দায়িত্বে থাকবে, কবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে?

এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলেও প্রবল মতভেদ আছে। কেউ বলছেন, সরকারের উচিত দ্রুত নির্বাচন দিয়ে চলে যাওয়া। কেউ বলছেন, সংস্কারকাজ শেষ না করে নির্বাচন দিলে ফের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হবে। আবার কারও মতে, নির্বাচিত সরকার জনগণের জন্য কিছু করেনি। অন্তর্বর্তী সরকার যত দিন খুশি থাকুক।

এ প্রেক্ষাপটেই নির্বাচন কবে হবে–এ নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল আছে। আমাদের ধারণা, সংস্কার ও নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়েও অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। উপদেষ্টারাও একেকজন একেক কথা বলছেন।

নির্বাচনের দিন-তারিখ নিয়ে প্রথমে কথা বলেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আগামী ১৮ মাসের মধ্যে যাতে নির্বাচন হতে পারে, সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো সম্পন্ন করতে এই সরকারকে সমর্থন দেওয়া হবে। রয়টার্সের সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি বলব যে এই সময়সীমার মধ্যেই আমাদের একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করা উচিত।'

এরপর আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল 'যদি ও কিন্তু' দিয়ে জানালেন, ২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচন সম্ভব। ২১ নভেম্বর যুক্তরাজ্যে সফরে গিয়ে নৌপরিবহন ও শ্রম উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন জানালেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নির্বাচন হতে পারে। আসিফ নজরুলের বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা হলে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জানানো হয় নির্বাচনের বিষয়ে দিনক্ষণ ঠিক করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ শনিবার বিআইডিস আয়োজিত সেমিনারে বলেছেন, 'আমাদের এই সরকার খুবই স্বল্পকালীন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আগামী বছরই আমরা একটি রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত সরকার পাব। জানি না কী হবে।'

তিনজন উপদেষ্টার কথায় গরমিল আছে। দুজন বললেন, ২০২৫ সালের মধ্যেই নির্বাচন হওয়া সম্ভব বা নির্বাচন দেখতে চাই। অপরজন ২০২৬ সালের মাঝামাঝি। নির্বাচনের দিন-তারিখ নিয়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে মতভেদ থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে অভিন্ন অবস্থান আশা করা যাবে কীভাবে?

প্রধান উপদেষ্টা সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে 'অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার' শেষে দেশ নির্বাচনী ট্রেনে চলবে বলে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনিও নির্বাচনের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার ওপর জোর দিয়েছেন।

নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলের মতভেদের পেছনে ভোটের হিসাব-নিকাশ কাজ করছে। কোনো কোনো দল মনে করে, যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন হবে, ততই তাদের লাভ। আবার কোনো কোনো দল মনে করে নির্বাচন যত বিলম্বে হবে, ততই তাদের সুবিধা। অন্যদিকে দু-একটি দল নির্বাচন না করে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বেই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের আওয়াজ তুলছে।

বাংলাদেশে সব সরকারই জাতীয়। কোনো বিজাতীয় সরকার এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় এসেছে বলে আমাদের জানা নেই। অতীতে সেনাবাহিনী বন্দুকের জোরে ক্ষমতা নিয়েও বলেছে, এটা জাতীয় সরকার। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিজের পছন্দসই দলকে জাতীয় সরকার বলে দাবি করে। কিন্তু তারা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

কমিউনিটিতে তীব্র ক্ষোভ

এরপর পাসপোর্ট তৈরি, বিমান টিকিট ক্রয়, শপিংসহ অন্যান্য খরচাদি তো রয়েই গেলো। তাই এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশীদের দেশে যেতে নিরুৎসাহিত করবে। আমরা ইতোমধ্যে অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আশা করি, তিনি খুব দ্রুত নির্দেশনা দিয়ে নো-ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ডে বহাল রাখবেন।

এদিকে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের নেতৃবৃন্দও এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে তা বাতিলের জোর দাবী জানিয়েছেন। সংগঠনের পক্ষে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে এ আহবান জানান কনভেনার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনার মসুদ আহমদ, সদস্য সচিব ডঃ মুজিবুর রহমান ও অর্থ সচিব এম আ শরাফ মিয়া।

৫৪তম মহান বিজয় দিবস

গ্রহণ করা হয়েছে। তবে শুধু বাংলাদশের ভেতরেই বিজয় দিবসের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ থাকে না। ১৬ই ডিসেম্বর এলে বিজয়ের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের দেশে দেশে। যেখানেই বাঙালির বসবাস, সেখানে ওড়ে লাল সবুজের পতাকা। দিবসটি পালিত হয় পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাজ্যেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন, যুক্তরাজ্য বিএনপি, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন দিবসটি উদযাপনে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে।

সাপ্তাহিক দেশ পরিবারের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। ৫৪তম বিজয় দিবসে প্রবাসীদের অনেক চাওয়া-পাওয়া রয়েছে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক দেশে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, একজন প্রবাসীও যেন সেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন। নিজের মাতৃভূমিতে গেলে যেন অহেতুক হয়রানীর শিকার না হোন। কোনো দাপ্তরিক কাজে অফিসে গেলে তাঁকে যেন প্রবাসী হিসেবে তাচ্ছিল্য করা না হয়। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারি হিসেবে তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়- ৫৪তম বিজয় দিবসে এটুকুই প্রবাসীদের প্রত্যাশা।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশারের

ডজন সিরীয়। এ সময় বিভিন্ন বয়সী নারী, শিশু এবং পুরুষদের আসাদের বাড়ি ও বিশাল বাগানে ঘুরতে দেখা যায়। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কক্ষগুলো একেবারে খালি থাকলেও কিছু আসবাবপত্র মেঝেতে পড়ে রয়েছে। এছাড়া প্রাসাদে সংরক্ষিত আ সাদ ও তার বাবার বেশ কিছু প্রতিকৃতি ভেঙে ফেলেছেন তারা।

দামেস্কের বাসিন্দা ৪৪ বছর বয়সী আবু ওমর বলেন, 'আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জ ন্য এখানে এসেছি। তারা অবিশ্বাস্য উপায়ে আমাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে।

নিজের মোবাইল ফোনে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে তোলা ছবি দেখিয়ে তিনি বলেন, 'আমি এখানে এসে ছবি তুলছি। কারণ আসাদের বাড়ির মাঝখানে আসতে পেরে অত্যন্ত খুশি। রোববার সিরীয় নাগরিকদের ঘুম ভেঙেছে পরিবর্তিত এক পরিস্থিতিতে। ঘুম থেকে উঠেই সিরিয়ার নাগরিকরা নতুন এক দেশ দেখতে পান। যেখানে মাত্র ১১ দিনের তড়িৎগতির এক বিদ্রোহী অভিযানে ক্ষমতার মসনদ উলটে গেছে বাশার আল-আসাদের। সকালের দিকেই ব্যক্তিগত বিমানে করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন তিনি। তবে তার গন্তব্য এখন পর্যন্ত অজানাই রয়েছে।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবনটি দামেস্কের আল-মালিকি অভিজাত এলাকায় অবস্থিত। সেখানে তিনটি ছয়তলা ভবন নিয়ে গঠিত তার বাসভবন। এএফপির একজন সংবাদদাতাও কয়েক কিলোমিটার দূরে দামেস্কের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে পুড়ে যাওয়া একটি অভ্যর্থনা হল দেখেছেন।

পতনের আগ পর্যন্ত আসাদের বাসভবন এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে দেশটির সাধারণ নাগরিকদের প্রবেশ সীমিত ছিল। বাসভবনের এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে যাওয়ার সময় আবু ওমর বলেন, তিনি আনন্দে উদ্বেলিত।

দামেস্কের এই বাসিন্দা বলেন, আমি আর ভয় করছি না। এখন আমার একমাত্র উদ্বেগ, আমরা সিরিয়ান নাগরিক হিসাবে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবো এবং একসাথে এই দেশটি গড়ে তুলবো।

রাশিয়ায় পালিয়েছেন আসাদ

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ পরিবার নিয়ে রাশিয়ার মস্কোয় পৌঁছেছেন। রোববার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সংস্থা ক্রেমলিনের সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আসাদ ও তার পরিবারকে রাশিয়া আশ্রয় দিয়েছে।

ইন্টারফ্যাক্স নিউজ এজেন্সি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে বলেছে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ মস্কোতে পৌঁছেছেন। রাশিয়া তাদের (তাকে এবং তার পরিবারকে) মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছে।

যা বললেন বিশ্বনেতারা

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, আসাদ সরকার নিজেই তাদের পতনের জন্য দায়ী। তিনি বলেন, দেশে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া না থাকা এবং রাশিয়া ও ইরানের সমর্থনের ওপর নির্ভর করাটাই তার পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিলো।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, একটি বর্বর রাষ্ট্রের পতন হয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বলেছেন, সিরিয়ার জনগণ মারাত্মক দুর্ভোগ সহ্য করেছে এবং আসাদ সরকারের অবসান একটি দারুণ খবর।

তবে উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব দেশগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আসাদ সরকারের সাথে সম্পর্ক পুনর্গঠন করছিলো। এখন ইসলামপন্থীদের নেতৃত্বে সিরিয়ার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাদের কিছুটা নার্ভাস করে তুলেছে বলে মনে হচ্ছে।

বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সিরিয়ার ঐক্য সুরক্ষার আহবান জানিয়েছেন।

তুরস্কে প্রায় ৩০ লাখ সিরিয়ান শরণার্থী অবস্থান করছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান বলেছেন, তারা এখন নিজেদের দেশে ফিরতে পারবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আসাদের পতনের মুহূর্তকে ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়া, ইরান কিংবা হিজবুল্লাহ কেউ তার সরকারকে রক্ষা করতে পারেনি। তিনি বলেছেন, আসাদ চলে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার সব গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগাছি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, বিদ্রোহীরা যখন দামেস্কের দিকে যাচ্ছিলো তখন ইরান কোনো হস্তক্ষেপের আহবান পায়নি। আ মাদের কাছ থেকে সহায়তা চাওয়া হয়নি। এটা মূলত সিরিয়ান আর্মির দায়িত্ব। আ মরা নিজেরা একে আমাদের দায়িত্ব মনে করিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী ডোনালড ট্রাম্প বলেছেন, আসাদ সরকারের পতন মানে হলো প্রেসিডেন্ট পুতিনকে এখন ইউক্রেনের সঙ্গে দ্রুত যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়া উচিত।

সিরিয়ায় দায়িত্ব নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার

সিরিয়ার বিদ্রোহী জোট জানিয়েছে, তারা একটি অন্তর্বর্তী শাসকগোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য কাজ করছে। জোটটি জানিয়েছে, 'মহান সিরিয়ান বিপ্লব আসাদ সরকারকে উৎখাত করার সংগ্রামের পর্যায় থেকে সিরিয়াকে একত্রে গড়ে তোলার সংগ্রামে উন্নীত হয়েছে।'

বার্মিংহামে ঝড়ে গাছচাপায়

ও দেহ ধুমড়ে মুছড়ে গেছে।

নিহত কাহের হোসেন শাহিন বালাগঞ্জ ওসমানী নগর গরীব কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি। তাঁর গ্রামের বাড়ি সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার সিকন্দরপুর গ্রামে।

জানা যায়, গাড়ির ওপর বিশাল একটি গাছ পড়লে ঘটনাস্থলেই মারা যান কাহের হোসেন শাহিন। তিনি বালাগঞ্জ ওসমানীনগর গরীব কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি ও প্রতিষ্ঠাতাদ সদস্য ছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নিহত শাহীন একজন ব্যবসায়ী। তিনি ছয় মেয়ে ও এক ছেলের জনক।

যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

২০১৬ সাল থেকেই ছেলেশিশুদের শীর্ষ ১০ জনপ্রিয় নামের তালিকায় ছিল মুহাম্মদ। তবে এবার এটি আগের শীর্ষ জনপ্রিয় নাম নোয়াহকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস (ওএনএস)।

তবে জনপ্রিয় নামের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। ইংল্যান্ডের তিনটি অঞ্চলে মুহাম্মদ নামটি শীর্ষ দশে ছিল না।

এছাড়া মুহাম্মদ নামের অন্যান্য বানানও ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের শীর্ষ ১০০ জ নপ্রিয় নামের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ওএনএস প্রতিটি বানানকে আলাদা নাম হিসেবে গণ্য করে। আগের বছরগুলোতেও বিভিন্ন বানানের মুহাম্মদ নাম জ নপ্রিয় ছিল।

ছেলেদের জনপ্রিয় নামের র‍্যাঙ্কিংয়ে পরিবর্তন এলেও মেয়েশিশুদের সবচেয়ে জ নপ্রিয় নামের মুকুট এখনও অলিভিয়া-র দখলেই আছে। মেয়েশিশুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নামের তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে অ্যামেলিয়া ও আইলা। ২০২২ সাল থেকেই এই তিনটি নাম জনপ্রিয়তার শীর্ষে অপরিবর্তিত রয়েছে।

২০২৩ সালে হাইফেনযুক্ত মেয়েদের নামের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। গত বছর এ ধরনের নাম ছিল ১৯ হাজার ১৪০টিরও বেশি, যা আগের বছর ছিল প্রায় ১২ হাজার ৩৩০টি।

মেয়েদের নামের শীর্ষ ১০০ তালিকায় নতুন সংযোজন লাইলাহ, রায়া ও হ্যাজে ল। ছেলেদের তালিকায় জ্যাক্স, এনজো ও বোধি নতুন করে শীর্ষ ১০০-তে ঢুকেছে।

ওএনএস জানিয়েছে, সন্তানদের নাম রাখার প্রক্রিয়ায় পপ কালচারের 'প্রভাব অব্যাহত রয়েছে'। এমন নামকরণের উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে গায়ক বিলি আইলিশ ও লানা ডেল রে, কার্দাশিয়ান-জেনার পরিবারের শিশু রেইন ও সেইন্ট, এবং চলচ্চিত্র তারকা মার্গট রোবি ও কিলিয়ান মারফির নামের কথা।

অন্যান্য সংগীতশিল্পী, যেমন মাইলি, রিহানা, কেনড্রিক ও এলটন নামগুলোর জনপ্রিয়তাও বেড়েছে ২০২৩ সালে। ওএনএস জানিয়েছে, মাইলি সাইরাস, কেনড্রিক লামার, এলটন জন ও রিহানার অ্যালবাম প্রকাশ, ট্যুর বা হাই-প্রোফাইল পারফরম্যান্সের কারণে এই প্রবণতা দেখা গেছে।

এছাড়া সপ্তাহের দিনগুলোও বাবা-মায়েদের জন্য সন্তানের নামকরণের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সানডে ও ওয়েনজডে নামের জনপ্রিয়তা বেড়েছে গত বছর। ওএনএস বলছে, এই প্রবণতার সঙ্গে ২০২২ সালের শেষদিকে মুক্তি পাওয়া নেটফ্লিক্স সিরিজ ওয়েনজডে-র যোগসূত্র থাকতে পারে। বিভিন্ন ঋতু থেকে অনুপ্রাণিত নামগুলোর মধ্যে তালিকায় ৯৬তম স্থানে অটাম ও ৮৬তম স্থানে রয়েছে সামার।

তবে ২০২৩ সালে রাজকীয় নামের জনপ্রিয়তা কমে গেছে। অবশ্য গত কয়েক বছর ধরেই রাজপরিবারের সদস্যদের নামে শিশুর নাম রাখার প্রবণতা কমছে। গত কয়েক বছরে জর্জ, আর্চি, হ্যারি ও শার্লটের নামের জনপ্রিয়তা কমেছে। একইভাবে কমেছে এলিজাবেথ ও চার্লস নামের জনপ্রিয়তাও। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান/দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

ব্রিটিশ-বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের লাইফ মেম্বার হলেন মীর্জা ফখরুল

লন্ডনে ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামের বৃটিশ চ্যারিটির অনারারি লাইফ মেম্বার হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গত ৭ ডিসেম্বর শনিবার, লন্ডন সময় দুপুর ১টায় তিনি ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চ্যারিটি শপে ভিজিট করতে আসেন। চ্যারিটি সংস্থার এডভাইজার আ স ম মাসুম মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ব্রিটেন, আফ্রিকা ও বাংলাদেশে ব্রিটিশ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

এসময় চ্যারিটির চেয়ারম্যান খসরুজ্জামান খসরু, চীফ এডভাইজ ার কামাল আহমেদসহ অন্যান্য এডভাইজার ও ভলান্টিয়াররা মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাতে অনারারি লাইফ মেম্বারশীপ তুলে দেন। মীর্জা ফখরুল ইসলাম আ লমগীর ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার যেভাবে ব্রিটিশ মূলধারায় কাজ করছে তা দেখে নানা পরামর্শ দেন। মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমি গর্বিত এই চ্যারিটির অংশ হতে পেরে। এই চ্যারিটি বিশ্ব মানবতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য গর্বের।

সংস্থার চীফ এডভাইজার কামাল আহমেদ জানান, ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ২০১২ সাল থেকে ব্রিটেনের বিভিন্ন কমিউনিটি, আফ্রিকা ও বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে । একই সাথে বর্তমানে ব্রিটেনের লোকাল গভর্ণমেন্টের ফান্ডিং নিয়ে স্কিল ডেভলপমেন্ট, স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য বাগান করা ও কষ্ট অব লিভিংয়ের বেশ কিছু প্রজেক্ট চলছে।

ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান খসরুজ্জামান খসরু বলেন, আমাদের চ্যারিটি বাংলাদেশে ও আফ্রিকায় কাজ করলেও ব্রিটেনের লোকাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে আমরা অনেক কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের চ্যারিটির অনারারি লাইফ মেম্বার হিসাবে মীর্জা ফখরুল ইসলাম আ লমগীরের অন্তর্ভূক্তি আমাদের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে। ব্রিটেনের কমিউনিটিতে অবদান রাখায় ইতিমধ্যে ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ব্রিটেনের রাজ ার অফিস থেকে ৫ বার লিখিত প্রশংসাপত্র পেয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক
সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার
যোগাযোগ করুন
প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে
07940 782 876, 020 3540 0942

বিমানবন্দরে ধরা পড়ছে

অবস্থিত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে ছুটে যান। তারাও ভিসাটি জাল বলে নিশ্চিত করেন।

কথা হয় প্রতারণার শিকার শিপলুর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'শিবচরে তার এক চাচার পরিচিত ব্যক্তি আসাদ ও লোকমানের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার ব্যাপারে তার ১৫ লাখ টাকার চুক্তি। তিনি তাদের ৫ লাখ টাকা অগ্রিমও দিয়েছেন।

সানিউর ইসলাম শিপলু বলেন, তারা যে আমাকে জাল ভিসা দিয়েছে, সেটা আসলে আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। বিমানবন্দরে আসার পর ভিসাটি ভুয়া বলে ধরা পড়ে। এরপর আসাদ ও লোকমানের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছি।

এই ঘটনার একদিন পরই (৫ ডিসেম্বর) রুহুল আমিন ও আব্দুল হালিম নামে আরও দুই ব্যক্তি একই ধরনের জাল ভিসা নিয়ে বিমানবন্দরে সৌদি এয়ারলাইন্সে চেক-ইনের জন্য আসেন। জাল ভিসার বিষয়টি বুঝতে পেরে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ এভিয়েশন সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের খবর দেন। একইসঙ্গে যুক্তরাজ্য হাইকমিশন থেকেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়। পরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এভসেক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। এরই মাঝে জাল ভিসাধারী রুহুল আমিন ও আব্দুল হালিম তাদের পাসপোর্ট রেখেই বিমানবন্দর থেকে সটকে পড়েন।

এদিকে বিমানবন্দরের ভেতর থেকে যুক্তরাজ্যের মতো একটি দেশের জাল ভিসাধারীরা কেমন করে পালিয়ে যায়, এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিদেশ পাঠানোর নামে জাল ভিসা দিয়ে একটি চক্র যেখানে মানুষকে প্রতারিত করছে, সেখানে কোনও ধরনের নজরদারির মধ্যে না রেখে ওই দুই ব্যক্তিকে চলে যেতে দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ ব্রিটিশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভেতরে আগে নিরাপত্তা দায়িত্বে ছিল এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন। বর্তমানে তাদের স্থলে কাজ করছে এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক)। এ বিষয়ে এভসেকের পরিচালক উইং কমান্ডার জাহাঙ্গীর হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা জিনাত আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও কথা বলতে রাজি হননি।

অপরদিকে চাঞ্চল্যকর বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। বিমানবন্দর থানা পুলিশের পাশাপাশি ডিএমপির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি টিম কারা যুক্তরাজ্যের জাল ভিসা তৈরি করছে, সেটি নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

ডিএমপি সদর দফতরের উপ-কমিশনার রফিকুল ইসলাম বলেন, জাল ভিসা তৈরি চক্রের বিরুদ্ধে আমরা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছি। এ ঘটনায় কারা কীভাবে জড়িত তা উদঘাটনে আমরা কাজ করছি।

জানা যায়, এর আগে মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমানসহ কয়েকটি দেশের ভিসা জাল হওয়ার খবর প্রায়ই শোনা যেতো। এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের গ্রেফতারও করতো। তবে বেশ কিছু দিন যাবৎ যুক্তরাজ্যের ভিসা জাল হওয়ার খবর আসছে।

অনেকেই বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেতে অ্যাম্বাসিতে সরাসরি যেতে হয়। কিন্তু যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে সেটি করতে হয় না। এ কারণে একশ্রেণির অপরাধী এই সুযোগ নিচ্ছে।

অতি সম্প্রতি বিমানবন্দরে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। বিদেশ থেকে আনা প্রবাসী যাত্রীর মালামাল ছিনতাইয়ের সময় র‍্যাব-পুলিশের ৩ জনসহ ৪ জন আটক হয়। এছাড়া সক্রিয় হয়ে উঠেছে দেশি-বিদেশি মানবপাচারকারী। ডোমেস্টিক টার্মিনালে ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। এছাড়া গত কয়েক দিনে বিমানবন্দরে প্রায় ২০ কেজি স্বর্ণ জব্দ করা হয়েছে। সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন

স্বৈরশাসকদের বিদায়

ঘটনাটি লোমহর্ষক মনে হলেও সত্য। বাশার আল আসাদ ২০০০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর এভাবেই ক্ষমতার মসনদ ধরে রেখেছিলো । আর তার স্বৈরশাসক পিতা প্রয়াত হাফিজ আল আসাদ ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৯ বছর একই কায়দায় সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন । সব মিলিয়ে বাপ-পুত্রের ৫৩ বছরের শাসন আমলে সিরিয়ায় প্রায় ১০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে । এই সময়ে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তু হয়েছেন প্রায় ১ কোটি মানুষ। কত নির্মম। অবশেষে পালাতে হলো জালিম বাশার আল আসাদকে। বিশ্বের স্বৈরশাসকরা কি বাশার আল আসাদ ও বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার পলায়ন থেকে শিক্ষা নেবে?

চিরন্তন সত্য হচ্ছে, কোনো মানুষের ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী ক্ষমতার অধিকারী একজনই। তিনি হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা । স্বৈরশাসক যত বড়ই হোক-একদিন বিদায় নিতে হবে । আর সে বিদায় হয় খুবই নির্মম নিষ্ঠুর।

তাইসির মাহমুদ : সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ

পরিচ্ছন্ন বারা গড়তে পরিবেশ সুরক্ষায় সকলের সচেতনতা

১১টায় শুরু হওয়া এই সম্মেলন শেষ হয় বিকেল সাড়ে ৪টায়। পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টজন।

দুপুরে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বারা গড়তে পরিবেশ সুরক্ষায় সকলের সচেতনতা কামনা করেন । তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের পরিবেশ উন্নয়নে মোটা অংকের বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪০০ বৃক্ষ লাগানো হয়েছে এবং বৃক্ষরোপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, কমিউনিটির মানুষ সচেতন হলে কার্বন নির্গমন শুন্যের কোটায় নিয়ে আসা সম্ভব।

মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলমের সঞ্চালানায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সিইও জুনায়েদ আহমদ, ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হাউজিং ডিপার্টমেন্টের কর্পোরেট ডাইরেক্টর ডেভিড জয়েস, জমজম ইন্টারন্যাশনালের কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট মার্টিন কোটিংহ্যাম, আফসানা সালিক, আব্দুল খান ও রিচার্ড উইলিয়ামস। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৩৩ বছরের পুরোনো অবজারভার

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : ২৩৩ বছরের পুরোনো সংবাদপত্র অবজারভার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ১৭৯১ সাল থেকে প্রতি রোববার প্রকাশিত হয়ে আসছে এই পত্রিকাটি। শুক্রবার অবজারভারের মালিক প্রতিষ্ঠান স্কট ট্রাস্ট ও গার্ডিয়ান মিডিয়া গ্রুপের বোর্ড সদস্যদের বৈঠকের পর সংবাদপত্রটি বিক্রির ঘোষণা দেওয়া হয়।

অবজারভার কিনে নিচ্ছে টরয়েস মিডিয়া। পাঁচ বছর আগে চালু হওয়া এই সংবাদমাধ্যমটি পরিচালনা করছেন বিবিসি ও দ্য টাইমের সাবেক কর্মকর্তা জেমস হার্ডিং এবং যুক্তরাজ্যে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাথিউ বারজান।

অবজারভার বিক্রির ঘোষণার পর জেমস হার্ডিং বলেন, অবজারভারকে আবার নতুন করে সবার সামনে আনার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। মানুষের মর্যাদা রক্ষার যে ইতিহাস অবজারভারের রয়েছে, তা টিকিয়ে রাখতে সবকিছু করবেন বলে পাঠকদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

১৯৯৩ সাল থেকে অবজারভারের মালিকানায় রয়েছে দ্য গার্ডিয়ান মিডিয়া গ্রুপ। প্রায় ৭০ জন সংবাদপত্রটিতে কাজ করছেন। ২০২১ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্রটি বিক্রির পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে কমছিল। সে বছর পত্রিকা বিক্রি নিয়ে সবশেষ পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়। সে অনুযায়ী, তখন প্রতি সপ্তাহে অবজারভারের প্রায় ১ লাখ ৩৬ হাজার কপি বিক্রি হতো।

অবজারভার বিক্রির বিষয়টি সংবাদপত্রটির কর্মীদের আগেই জানানো হয়েছিল। গার্ডিয়ানের সঙ্গে বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা টরটয়েস মিডিয়ার অধীনে যোগ দিতে পারবেন। অবজারভারে কাজ করা ফ্রিল্যান্সার সংবাদিকদের চুক্তির মেয়াদও আগামী বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অবজারভারের বিক্রি নিয়ে গার্ডিয়ান মিডিয়া গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যানা ব্যাটসন বলেন, এই বিক্রির মধ্য দিয়ে অবজারভারের ২৩৩ বছরের কিংবদন্তি টিকে থাকবে। পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে অনলাইন ও ছাপা সংস্করণে সংবাদপত্রটির ব্যতিক্রমী উদার সাংবাদিকতা চালিয়ে যাওয়া নিশ্চিত হবে।

ইরানে হিজাব না পরলে

বা 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক' প্রচারে সহায়তা করবেন, তাদের ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১২ হাজার ৫০০ ইউরো জরিমানা হতে পারে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, এই আইনে নারীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকেও মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকিতে ফেলছে। এই আইনকে নারীদের স্বাধীনতার ওপর ব্যাপক দমনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনটি।

ইরানি সাংবাদিক, অ্যাক্টিভিস্ট, ধর্মীয় নেতা এবং মানবাধিকার আইনজীবীরা মনে করছেন, এই আইন নারী ও কিশোরীদের জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

আইনটি ২০২২ সালে মাহসা আমিনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' আন্দোলনের প্রেক্ষাপট থেকে এসেছে।

যুক্তরাজ্যের জিবি নিউজ ইসলাম ও মুসলিম

শতাংশ। বিবিসি নিউজ এবং স্কাই নিউজ যথাক্রমে ৩২ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ খবর প্রচার করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জিবি নিউজে ইসলাম ও মুসলিমদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য এবং জটিলতা বুঝতে ব্যর্থ। এটি সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এবং নাগরিক অস্থিরতাকে উৎসাহিত করতে পারে বলে গবেষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসের সদস্য, সায়ীদা ওয়ারসি এই গবেষণাকে 'ভীতিকর' বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে, প্রাক্তন আইটিএন নির্বাহী ও অফকমের নিয়ন্ত্রক স্টুয়ার্ট পার্ভিস সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গবেষণায় বলা হয়, জিবি নিউজ মুসলিমদের এমনভাবে তুলে ধরে, যা তাদের ব্রিটিশ সমাজের জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করে। বিবিসি বা স্কাই নিউজের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি ইসলামফোবিয়া বা ইসলামবিদ্বেষী বিষয়ক খবর জিবি নিউজে প্রচারিত হয়েছে।

গত গ্রীষ্মে ব্রিটেনে দাঙ্গার সময়, চ্যানেলটি মুসলিমদের দাঙ্গার জন্য 'মূল দায়ী' হিসেবে অভিহিত করেছে। মসজিদ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনাগুলো চ্যানেলটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেনি বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

সায়ীদা ওয়ারসি বলেন, 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন নেতিবাচক প্রচারণা বিপজ্জনক এবং সমাজে সংঘাত তৈরি করতে পারে। সরকার এবং নিয়ন্ত্রকদের এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।'

সিএফএমএম-এর পরিচালক রিজওয়ানা হামিদ বলেন, জিবি নিউজের মুসলিমবিরোধী আধেয়ের কারণে অফকমের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, 'একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থার উচিত সম্প্রচার নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চ্যানেলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।'

জিবি নিউজ এই প্রতিবেদনকে 'ভিত্তিহীন ও পক্ষপাতদুষ্ট' বলে দাবি করেছে। তাদের একজন মুখপাত্র বলেন, 'এটি একটি পক্ষপাতদুষ্ট প্রচেষ্টা, যা মুক্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।' সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান/দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

ভারতে ১৮০ বছরের পুরনো

বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) অবিনাশ ত্রিপাঠি এবং এএসপি বিজয়শঙ্কর মিশ্রের নেতৃত্বে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অভিযানের সময় ভারী পুলিশ বাহিনী ও অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ফতেহপুরের নূরী মসজিদ কমিটিকে একটি নোটিশ জারি করেছিল। নোটিশে বলা হয়, ড্রেন নির্মাণে মসজিদের পেছনের অংশ বাধা সৃষ্টি করেছে। মসজিদ কমিটি এ জন্য এক মাস সময় চেয়েছিল। কিন্তু সে সময় দেওয়া হয়নি।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি সৈয়দ নূরী বলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টে দায়ের করা রিটের শুনানি ১৩ ডিসেম্বর হলেও প্রশাসন তার আগেই ব্যবস্থা নিয়েছে ।

এদিকে, এএসপি বিজয়শঙ্কর মিশ্র বলেছেন, নিয়ম অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ত্রিপাঠি দাবি করেন, মসজিদ কমিটি উচ্চ আদালতে কিছু পিটিশন দাখিল করেছে কিন্তু এটি এখনও শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়নি। একাংশ ভেঙে ফেলা হলেও মসজিদের মূল ভবন অক্ষত রয়েছে।

ত্রিপাঠির মতে, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি) রাস্তার উপর দখল করে নির্মিত কাঠামোগুলো অপসারণের জন্য আগস্ট মাসে দোকানদার, বাড়ির মালিক এবং মসজিদ কমিটিসহ ১৩৯ জনকে নোটিশ জারি করেছিল। পিডব্লিউডি রাস্তা মজবুত ও ড্রেন নির্মাণের জন্য কাজ শুরু করার জন্য দখল অপসারণে এই উদ্যোগ নিয়েছে।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি সচেতনভাবে ধর্মীয় বিভেদ এবং মুসলিম ও ইসলাম বিদ্বেষী বিভিন্ন ন্যারেটিভ চালু করে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে চলেছে।

ভারতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলিম বাস করেন যে রাজ্যে, সেটি উত্তরপ্রদেশ। নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকেই সেখানে মুসলিমবিদ্বেষের রাজনীতি প্রবলভাবে বাড়তে থাকে।

গত কয়েক বছর ধরে মুসলিমদের টার্গেট করেই বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ। এক হিসেবে বিজেপি উত্তর প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এ অঞ্চলের মানুষ যাতে কোনরকম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা না পায় তা নিশ্চিত করতে পৌর প্রশাসন ও পঞ্চায়েতকে চাপ দিয়ে আসছে রাষ্ট্রযন্ত্র। সেখানে ঘৃণার রাজনীতি আমদানি ঘটিয়ে সামাজিক বিভাজনের ভেতর দিয়ে মুসলিমদের একঘরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

বিমানবন্দরে ধরা পড়ছে ইউকের জাল ভিসা

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : বিমানবন্দরে ধরা পড়ছে যুক্তরাজ্যের জাল ভিসা। এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের

কয়েকটি দেশ ছাড়া মালয়েশিয়ার জাল ভিসার বিষয়টি ধরা পড়লেও এবারই প্রথম যুক্তরাজ্যের জাল ভিসা পাওয়া গেছে। গত ৪ ও ৬ ডিসেম্বর পরপর দু'দিন জাল ভিসা ধরা পড়ে। এদের মধ্যে এক ভুক্তভোগী বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আর অপর জাল ভিসাধারী দুই ব্যক্তি বিমানবন্দরের ভেতরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মরতদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ঘটনার পর ঢাকায় যুক্তরাজ্য হাইকমিশনের প্রতিনিধি দল বিমানবন্দরে এসে সংশ্লিষ্টদের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জাল ভিসাধারী ব্যক্তিরা কীভাবে পালিয়ে গেলো তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা জানা যায়, গত ৪ ডিসেম্বর রাত পৌনে ১১টার দিকে মাদারীপুরের শিবচর থানার সানিউর ইসলাম শিপলু নামে এক ব্যক্তি যুক্তরাজ্যে যাওয়ার উদ্দেশে সৌদি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে চেক-ইন করতে যান। তখন তার ভিসা দেখে সেখানকার কর্মকর্তার সন্দেহ হয়। একপর্যায়ে তার ভিসাটি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। পরবর্তী সময়ে শিপলু এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশের অফিসে গিয়ে প্রতারিত হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করেন। ঘটনা জানাজানি হলে বাংলাদেশে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আসাদ পরিবারের ৫৩ বছরের দুঃশাসনের অবসান

স্বৈরশাসকদের বিদায় বড়ই নির্মম নিষ্ঠুর

তাইসির মাহমুদ

কেনান মুহাম্মদ। সিরিয়ান বংশোদ্ভুত একজন চ্যারিটি ওয়ার্কার। কাজ করেন পূর্ব লন্ডনের একটি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানে। মঙ্গলবার দুপুরে দেখা হলো তার কর্মস্থলে। কথা হয়, সিরিয়ায় টানা ৫৩ বছর ক্ষমতায় থাকা আসাদ পরিবার নিয়ে। জানতে চাইলাম, নির্বাচন ছাড়াই কি বাশার এতোদিন ক্ষমতায় ছিলেন?

বললেন- নাহ, অবশ্যই নির্বাচন হয়েছে। তবে তা ছিলো সরকার নিয়ন্ত্রিত। 'হ্যাঁ' এবং 'না' ভোট হতো। ভোট প্রদানে গোপনীয়তা বলতে কিছু ছিলো না। নির্বাচন কর্মকর্তাদের সামনেই ভোট দিতে হতে । 'হ্যাঁ' অথবা 'না' যেকোনো ঘরে সিল মারার অধিকার ছিলো নাগরিকদের । তবে ভোট গণণাকালে কোনো সেন্টারে ব্যালট বাক্সে 'না' র ঘরে একটি ভোট পড়লে গণনা শেষে ওই সেন্টারে যারা ভোট দিয়েছেন, সকলকে পাকড়াও করা হতো। এরপর সকলকে অজানা স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। কোথায় নিয়ে যাওয়া হতো তা কেউ জানতো না। যাদের নিয়ে যাওয়া হতো তারা আর কোনোদিনও ফিরে আসতেন না।

তীব্র কৌতুহল নিয়ে জানতে চাইলাম, তাহলে তাদেরকে কোথায় রাখা হতো? বললেন, অন্ধকার কোনো বন্দিশালায়। আবার অনেককে হত্যাও করা হতো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ কি শুনছি? এমন জালিম সরকারও বিশ্বের বুকে ছিলো। একটি 'না' ভোট দেওয়ার কারণে তাকে তুলে নিয়ে দিনের পর দিন অন্ধকার বন্দিশালায় আটকে রাখতে পারে। আবার হত্যাও করতে পারে ।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইরানে হিজাব না পরলে হতে পারে মৃত্যুদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : ইরানে নারীদের জন্য নতুন বাধ্যতামূলক পোশাকবিধি আইন কার্যকর হতে যাচ্ছে। এ আইন অমান্য করলে ১৫ বছরের সাজা এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। এছাড়া

'শালীনতা ও হিজাবের সংস্কৃতি' নামে পাস হওয়া আইনে ১২ হাজার ৫০০ ইএউর পর্যন্ত জরিমানা, বেত্রাঘাত এবং দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বলেন, এই আইন বাস্তবায়নের ফলে ইরানি সমাজে আরও অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

আইনটির ৩৭ ধারা অনুসারে, যারা বিদেশি মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজের কাছে অশালীনতা উন্মোচন

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

এলএমসিতে 'ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট' সামিট

পরিচ্ছন্ন বারা গড়তে পরিবেশ সুরক্ষায় সকলের সচেতনতা কামনা

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪: লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো ফেইথ ইন এনভায়রমেন্ট সামিট বা 'ধর্মের আলোকে পরিবেশ সুরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক সম্মেলন। এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রায় দুই শতাধিক মুসলিম, নন-মুসলিম ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ করেন। ইস্ট লন্ডন মস্ক ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে গত ১১ ডিসেম্বর বুধবার সকাল

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যের জিবি নিউজ ইসলাম ও মুসলিম নিয়ে সর্বাধিক নেতিবাচক সংবাদ

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : এক গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে দুই বছরে মুসলিম এবং ইসলাম নিয়ে প্রচারিত মোট সংবাদের অর্ধেকেরও বেশি প্রচার করেছে জি বি নিউজ, এবং এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল নেতিবাচক।

সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং (সিএফএমএম)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই বছরে জিবি নিউজ ১৭ হাজারের বেশি বার মুসলিম বা ইসলাম নিয়ে খবর প্রচার করেছে। এটি যুক্তরাজ্যের মোট সম্প্রচারিত মুসলিম সংক্রান্ত খবরের ৫০

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ভারতে ১৮০ বছরের পুরনো মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো

দেশ ডেস্ক, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : ভারতের উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে ১৮০ বছরের একটি পুরনো মসজিদের একাংশ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে দেশটির স্থানীয় প্রশাসন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে ফতেহপুর জেলার লালৌলি শহরের সদর বাজারে অবস্থিত নূরী জামে মসজিদের পিছনের অংশটি

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk